বিড়াল বিভ্রাট

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

বিড়াল-বিভ্রাট

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
ও
পরিবেশনায়

ইসলাম প্রচার সমিতি
১২৯, মিরপুর রোড,
কলাবাগান, ঢাকা-৫

প্রথম সংস্করণ ঃ

প্রকাশকাল ঃ

ভাদ্র—১৩৮৮
হিজরী—১৪০১
সেপ্টেম্বর—১৯৮১

মূল্য—সাদা ৫ টাকা
নিউজ ৪ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ইসলাম প্রচার সমিতি
১২৯, মিরপুর রোড,
কলাবাগান, ঢাকা-৫

আধুনিক প্রকাশনী
১৩/৩, প্যারিদাস রোড,
(বাংলা বাজার) ঢাকা-১

মদীনা পাবলীকেশনস,
১নং প্যারীদাস রোড
বাংলা বাজার ঢাকা।

মুদ্রণে—
জাকির আর্ট প্রেস,
৯১, বশিরউদ্দিন রোড
কলাবাগান, ঢাকা-৫
ফোন ঃ ৩১৭৭১৬

ইসলামী পাবলীকেশনস,
বায়তুল মোকাররম
(দোতলা) ঢাকা।
ও
সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

সমিতি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

www.pathagar.com

কৈফিয়ৎ

"বিড়াল বিভ্রাট" ছাপানোর কাজ চলছে-এমন সময়ে ইসলাম প্রচার সমিতির পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ "আজিজ নগর প্রকল্পে" অবস্থান-রত উপজাতীয় নওমুসলিমগণ এক ভীষণ বিভ্রাটে পড়েছে বলে জরুরী খবর পাই। ফলে ছাপার কাজ চালু রাখতে বলে' অবিলম্বে আজিজ নগর ছুটে যেতে হয়।

আমার এই আকস্মিক অনুপস্থিতির সুযোগে বিড়াল বিভ্রাটের পাণ্ডুলিপি থেকে কয়েকটি পাতা উধাও হয়ে যায়। অথচ ছাপার কাজ চলতে থাকে।

এ দিকে টঙ্গী দত্তপাড়া এবং ডেমরা ছনপাড়া বাস্তহারা কলোনীস্থ-"জনকল্যান কেন্দ্রের" কতিপয় প্রকল্পের সম্প্রসারণ নিয়ে এক বিভ্রাট মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ফলে আজিজ নগর থেকে ফিরে এসেই উক্ত কেন্দ্রের অঙ্গ সংগঠন "মসজিদ মিশন" এবং "ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতির" কর্মকর্তাদের সাথে সাথে আমাকেও অতি মাত্রায় ব্যস্ত-বিব্রত হয়ে পড়তে হয়।

তাছাড়া ইসলাম প্রচার সমিতির কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে বিদ্যমান শাখা কার্যালয় সমূহে নানা বিভ্রাট তো লেগেই রয়েছে। আর সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে সে সব বিভ্রাট নিরসনের বিভ্রাট তো আমাকেই বেশী করে পোহাতে হয়।

এই অবস্থার মধ্যে একটু সুযোগ করে নিয়ে বিড়াল বিভ্রাটের দিকে নজর দিতেই পাণ্ডুলিপির পাতা লা-পাত্তা হওয়ার বিভ্রাটটি ধরা পড়লো। তখন পুস্তিকাটির ছাপার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।

মাঝখানে অসংগতি রেখে সুধী পাঠকবর্গকে বিভ্রাটে ফেলা সংগত হবেনা বিবেচনায় বহু কষ্টে স্মৃতি থেকে চয়ন করতঃ কোনও রূপে অসংগতির এই বিভ্রাট কাটিয়ে উঠা গেলেও পৃষ্ঠা-সংখ্যার বিভ্রাট থেকেই গেল।

অগত্যা ১৬ক, ১৬খ এমনি ভাবে জোড়া-তালি দিয়ে—কাজটি সমাধা করতে হ'ল। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পূর্বাহ্নেই সুধী পাঠকবর্গ সমীপে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বিনীত আরজ গুজার

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

সূচী পত্র ঃ

পূর্ব কথা—	১	প্রভু যীশুর জন্ম বিবরণ	১৬-ক
প্রথম ঘটনা—	৩	ত্রাণকর্তা কে ?	১৬-ঙ
দ্বিতীয় ঘটনা—	৪	বনি ইসরাইল বা	
তৃতীয় বা প্রতিশ্রুত		ইহুদী জাতি—	১৭
ঘটনার বিবরণ—	৬	বৌদ্ধ সম্প্রদায়—	১৮
বিড়াল বিভ্রাটের		খাসীরা সম্প্রদায়—	২২
কতিপয় বাস্তব		এ দেশের মোরং	
উদাহরণ—	১৪	সম্প্রদায়—	২৪
পৃথিবী—	১৪	এ দেশের	
মেদিনী—	১৪	সাঁওতাল সম্প্রদায়—	২৫
ব্রাহ্মণ্ড—	১৫	পার্বত্য চট্টগ্রামের	
সদা প্রভুর		খুমী সম্প্রদায়—	২৬
ঔরস-জাত		উপসংহার—	২৮
একমাত্র পুত্র—	১৬	একটি বিশেষ নিবেদন—	৩৯

www.pathagar.com

সর্বপ্রদাতা ও পরম করুনাময় আল্লাহর নামে

বিড়াল বিভ্রাট ঃ

মানব জীবনে বিভ্রাটের অন্ত নেই, সারা জীবন একটা না একটা বিভ্রাট লেগেই রয়েছে, তার মাঝে বিরাট ধরনের বিভ্রাটের সংখ্যাও মোটেই নগণ্য নয়।

এমতাবস্থায় "বিড়াল বিভ্রাটের" মতো এমন একটা তুচ্ছ ও নগণ্য বিভ্রাটের ঘটনা নিয়ে বই লিখাটা অনেকের কাছেই একটা বাজে কাজ এমন কি একটা বড় ধরনের খাম-খেয়ালী বলেও বিবেচিত হতে পারে।

কেউ কেউ এটাও মনে করতে পারেন যে, যেখানে পৃথিবীতে বিদ্যমান শত শত কোটি মানুষ সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য অগণিত বিভ্রাটে হাবু ডুবু খেয়ে চলেছে সেখানে কোন একজন বা দু'চার জন মানুষের জীবনে যদি বিড়াল নিয়ে কোন বিভ্রাট ঘটেই থাকে তবে সেটাকে নিয়ে মাথা ঘামানো বা তুল-কালাম কান্ড ঘটানোর কি প্রয়োজন থাকতে পারে ?

বলাবাহুল্য এমনি ধরণের বহু মন্তব্যই বহু জনে প্রকাশ করতে পারেন এবং তা করার ষোল আনা অধিকারই তাঁদের রয়েছে।

তাঁদের এই অধিকারের ষোল আনা স্বীকার করে নিয়েও এখানে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে হচ্ছে যে "বিড়াল বিভ্রাটের" যে ঘটনাটিকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে সে ঘটনাটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত ঘটনা বলে মনে হলেও আসলে তা বিচ্ছিন্ন নয়—ব্যক্তিগতও নয়। বরং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পৃথিবীতে যত বিভ্রাট ঘটেছে, ঘটে চলেছে এবং ঘটতে থাকবে তার অধিকাংশের সাথেই এই বিড়াল বিভ্রাটের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

www.pathagar.com

তা'ছাড়া ইহা এমনই একটি বিভ্রাট যে, ইহার সাথে একবার জড়িয়ে পড়লে এ থেকে রক্ষা পাওয়া শুধু ভীষণ ভাবে কঠিনই হয় না বংশানুক্রমিক ভাবে এর প্রচন্ড প্রভাব চলতে থাকে, উপরন্তু জীবনের যাবতীয় কাজই বিভ্রাটময় হয়ে উঠতে থাকে।

অতএব এ বিভ্রাটটিকে কোন ক্রমেই হালকা করে দেখা বা উপেক্ষা করা যায়না বরং তা করাকে অবুদ্ধিমান এবং অপরিণামদর্শীর কাজ বলেই আমি মনে করি।

এমতাবস্থায় যিনি যা-ই বলুন এবং যা-ই ভাবুন মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে এই ঘটনার বিবরণকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরাকে আমি আমার একটি বিশেষ নৈতিক দায়ীত্ব বলেই মনে করি।

তবে আলোচনার সুবিধার জন্যে উপরোক্ত ঘটনাটির বিবরণকে তুলে ধরার পূর্বে বিড়াল বিভ্রাটের আরো দু'টি ঘটনাকে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, এ'দুটি ঘটনার একটির বিবরণ প্রায় তিন বছর এবং অন্যটির বিবরণ এক বছর পূর্বে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আমি জানতে পেরে ছিলাম।

তখন এ বই লিখার কোন পরিকল্পনা না থাকায় ঘটনা দু'টির বিবরণ লিখে রাখা অথবা সংশ্লিষ্ট সংবাদ পত্র দু'টির সংরক্ষণ এর কোনটাই করা হয়নি। অতএব স্মৃতি থেকে চয়ন করতঃ আমার নিজের ভাষায় উহাকে পাঠক বর্গের সমীপে তুলে ধরতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রথম ঘটনা ঃ

আমি দৃঢ় রূপে বিশ্বাস পোষণ করি যে—আমার মতো সংবাদ পত্রের নিয়মিত পাঠক বর্গের প্রায় সকলেই নিম্ন বর্ণিত ঘটনাটির বিবরণ যথা সময়ে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় পাঠ করেছিলেন এবং অনেকের স্মৃতিতে আজো তা ধরা রয়েছে। যাঁদের তা নেই-তাঁরা যখন এ বিবরণটি পাঠ করতে শুরু করবেন তখন তাঁদের স্মৃতিতেও উহা জাগরুক হয়ে উঠবে। উক্ত ঘটনাটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী মোটামুটি ভাবে এ-ই-ছিল যে—

আমেরিকার জনৈকা ধনাঢ্য মহিলা নিজের মৃত্যুর পরে তাঁর পোষা বিড়ালটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভীষণভাবে দুশ্চিন্তা গ্রস্হা হয়ে পড়েন।

মাতৃহারা, পিতৃ-পরিচয় হীনা, নিদিষ্ট ও নির্ভর যোগ্য স্বামী-স্বজনের অভাব-ক্লিষ্টা, এবং একান্তরূপে অসহায়া এই বিড়ালটির ভরণ পোষণের ভার তিনি কাকে দিয়ে যাবেন এটা-ই ছিল উক্ত ভদ্র মহিলার দুশ্চিন্তার কারন।

যে বিড়ালটিকে বিলাস-বহুল বাড়ীতে রেখে তিনি রাজ-সিকভাবে আদর আপ্যায়ন ও সেবা-যত্ন করেছেন, নিজের মৃত্যুর পরে সে দুঃখ কষ্টে পতিত হবে এটা কি করে তিনি চিন্তা করতে পারেন ?

এ নিয়ে বেশ কিছু দিন তিনি গভীর ভাবে চিন্তা গবেষ-ণায় কাটান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিড়াল-বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির পরামর্শও তিনি গ্রহণ করেন।

শেষ পর্যন্ত বিড়ালটির নামে আমেরিকার কোন এক নাম করা শহরের বুকে একটি প্রাসাদোপম বাড়ী এবং কয়েক সহস্র ডলার উইল করতঃ এই বিড়াল বিদ্রাটের কবল থেকে তিনি নিস্কৃতি লাভ করেন। বিড়ালটির দেখাশুনা এবং সেবা-যত্ন

www.pathagar.com

করার জন্যে সেই ভদ্র মহিলাকে যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দাস-দাসী, ডাক্তার নার্স প্রভৃতির ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল সে কথাও উক্ত বিবরণ থেকে জানা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা

কোন এক দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত খাদ্য-গুদাম সমূহে ভীষণ ভাবে ইঁদুরের উৎপাৎ দেখা দেয়ায় সংশ্লিষ্ট সরকার ভীষণ ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং কর্তব্য-নির্ধারনের জন্যে মন্ত্রী সভায় জরুরী বৈঠক আহবান করেন।

যেহেতু ইহা ছিল একটি জাতীয় সমস্যা অতএব বিরোধী দল সমূহকে রাজী করানো ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনিরাপদ বিবেচিত হওয়ায় তার চেষ্টা-তদবীর চালাতে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় চলে যায়। ফলে সমস্যা আরো গুরুতর আকার ধারন করে। যা'হোক, শেষ পর্যন্ত এই বিভ্রাটের একটা নির্ভর যোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার জন্যে বেশ উচ্চ পর্য্যায়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বহুদিন ধরে বহু চিন্তা গবেষণা করার পরে উক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রতিটি গুদামের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যায় বিড়াল পোষণের সুপারিশ করেন। ফলে ইঁদুর বিভ্রাটের মোকাবিলা করতে গিয়ে নূতন করে আর একটি বিভ্রাটের জন্ম দেয়া হয়। বলাবাহুল্য এই বিভ্রাটটির নাম—বিড়াল-বিভ্রাট।

হয়তো কেউ কেউ এটাকে বিভ্রাট বলে মানতেই চাইবেন না। তাঁদের অবগতির জন্যে বলতে হচ্ছে যে—

এ জন্যে সারা দেশ থেকে বিড়াল সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে এ কাজের জন্যে টেন্ডার আহবান করতে হয়।

www.pathagar.com

বিড়াল সংগৃহিত হওয়ার পরে দেখা যায় যে, প্রয়োজনের তুলনায় উহাদের সংখ্যা খুবই কম। ফলে আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে বিদেশ থেকে বিড়াল আমদানী করতে হয়।

এভাবে সুদীর্ঘ সময়, প্রভূত পরিশ্রম এবং দেশী-বিদেশী কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ব্যয় করতঃ যখন বিড়াল সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ল তখন নূতন আর একটি বিভ্রাট দেখা দিল। আর তা হ'ল ঃ এই হাজার হাজার বিড়ালের জন্য খাদ্য, বিছানা-পত্র, চাকর-চাপরাশী, বাবুর্চি, পাহাড়াদার, ডাক্তার, নার্স কেরানী, হিসাব-রক্ষক, অফিসার প্রভৃতির সংগ্রহ ও ব্যাবস্হাপনার বিভ্রাট।

তাছাড়া বিদেশী বিড়ালদিগকে সে দেশী আবহাওয়ার উপযুগী করে তোলার বিভ্রাট তো ছিলই।

বৈদেশীক ঋণ, কৃচ্ছ সাধন, প্রজা সাধারণের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে "আপৎকালীন" কর আদায় প্রভৃতির মাধ্যমে এই বিপুল ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্হা করা হ'ল।

এ ভাবে এই বিভ্রাট কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আর এক নূতন বিভ্রাট দেখা দিল। সেই নূতন বিভ্রাটটি হ'ল ঃ বেশ কিছু দিন ধরে বিড়াল পোষণের এমন কষ্ট সাধ্য এবং ব্যয়-বহুল অভিযান চালানোর পরেও দেখা গেল যে ইঁদুরের উৎপাৎ বন্ধ তো হয়-ই নি বরং পূর্বের তুলনায় উৎপাৎ অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছে।

ফলে আবার মন্ত্রী সভার ঘন ঘন বৈঠক, শলাপরামর্শ, আলাপ আলোচনা, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রভৃতি ঝামেলা পোহাতে হয়।

নবগঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুযোগ্য সদস্যবৃন্দ বহু দিন ধরে গবেষনা, তদন্ত এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তার সার মর্ম হ'ল—এমন আরাম-জনক খাওয়া, থাকা, চিকিৎসা, সেবা-যত্ন এবং আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্হা

www.pathagar.com

থাকায় বিড়ালগণ ইঁদুর ধরার কোন প্রয়োজনই বোধ করছেনা বরং দিনে দিনে অলস, অকর্মন্য এবং কর্মবিমুখ হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া কোন কোন গুদামের অব্যবস্হা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দিগের চুরী এবং ফাঁকী বাজীর ফলে অনেক বিড়ালের স্বাস্হ্য ভেঙ্গে পড়েছে বলেও উক্ত রিপোর্ট থেকে জানতে পারা গেল।

পরিশেষে বিড়াল পোষণের এই পরিকল্পনাকে অবিলম্বে পরিহার করতঃ নূতন ভাবে চিন্তা ভাষনা করার পরামর্শ দিয়ে রিপোর্টের উপসংহার করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য এই বিশেষজ্ঞ-রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার সব কিছু বাতিল ঘোষণা করেন এবং অবিলম্বে বিড়াল তাড়ানোর নির্দেশ জারী করেন।

এবারে যে বিগ্রাটটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তার নাম—"বিড়াল উচ্ছেদ বিগ্রাট।"

অর্থাৎ—এই উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে দেখা গেল যে, এমন আরাম আয়াস ছেড়ে যেতে কোন বিড়ালই রাজী নয়। অগত্যা টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে বহু অর্থ এবং শ্রমের অপচয় ঘটিয়ে বিড়াল বিগ্রাটের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া গেলেও খাদ্য গুদাম গুলির অবস্হা "যথা পূর্বং তথা পরং"-ই-থেকে যায়।

তৃতীয় বা প্রতিশ্রুত ঘটনার বিবরণ ঃ

অনেক দূরের অধিবাসী জনৈক অসুস্হ আত্মীয়ের সাথে দেখা করার জন্যে এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মধুসূদন দত্ত ট্রেন যোগে গন্তব্যস্হলের দিকে রওয়ানা হন।

পাড়া গাঁয়ের ছোট ষ্টেশন। ট্রেন থেকে নেমে কাঁচা পথে চলার মতো যান-বাহনের প্রতীক্ষায় বহু সময় কেটে যায়।

www.pathagar.com

পরে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় যে, ধর্মঘটের কারনে সেদিন যান-বাহন পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

একেতো এই যান-বাহন সমস্যা তদুপরী ক্ষুৎপিপাসার সমস্যা দেখা দেয়ায় দত্ত মহাশয় ভীষণ ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেন।

ক্ষুৎ-পিপাসার সমস্যা দেখা দেয়ার কারন হ'ল—ছোট ষ্টেশন বিধায় সেখানে খাদ্য দ্রব্যের একটি দোকানও ছিল না।

অনন্যোপায় হয়ে সেই অভুক্ত অবস্হায়ই দত্ত মহাশয় পদ-ব্রজে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং আশা করতে থাকেন যে সম্মুখে নিশ্চয়ই কোন খাদ্যের দোকান পাওয়া যাবে।

কিন্তু বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পরেও খাদ্য দ্রব্যের দোকান লক্ষ্যিভূত না হওয়ায় তিনি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন।

শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে পথের আশে পাশের কোন বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেও দত্ত মহাশয়কে ব্যর্থ হতে হয়। কেননা, উক্ত অধিবাসীদিগের কিছু সংখ্যক মুসলমান আর বাদ বাকীরা সকলেই ছোট জাতের হিন্দু। ফলে দত্ত মহাশয়ের অবস্হা কি হতে পারে সে কথা সহজেই অনুমেয়।

তবে প্রায় অর্ধ মাইল ব্যবধানে পথের ধারেই জনৈক রায় বাবুর বাড়ী এবং তিনি বেশ আতিথেয় একথা জানতে পেরে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হন এবং কিছুটা শক্তিও ফিরে পান।

যথা সময়ে রায় বাবুর বাড়ীতে গিয়ে নিজের অবস্হা জানানোর সাথে সাথেই বৃদ্ধ রায় বাবু খুব তারাতারি খাদ্যের ব্যবস্হা করার জন্য জনৈক চাকরকে নির্দেশ দান করেন।

একেতো দারুণ ক্ষুধার জ্বালা তদুপরী রুগ্ন আত্মীয়কে জীবিতাবস্হায় পাওয়া যাবে কিনা এই সন্দেহ বিদ্যমান থাকায়

www.pathagar.com

উপস্থিত যা কিছু আছে তা-ই তাড়াতাড়ি পরিবেশন করার জন্যে দত্ত মহাশয় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাতে থাকলে রায় বাবু তাকে সামান্য একটু অপেক্ষা করতে বলে দ্রুততার সাথে অন্দর মহলে প্রবেশ করেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও খাদ্য পরিবেশনের কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে দত্ত মহাশয় যখন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তখন তিনি দেখতে পান যে বাড়ীর দু'টি চাকর খুবই ব্যস্ততার সাথে এদিকে ওদিকে যেন কোন কিছুর অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

ইঙ্গিতে উহাদের একজনকে কাছে ডেকে প্রশ্ন করার পরে তিনি জানতে পারেন যে—"খাদ্য প্রস্তুত কিন্তু বিড়াল পাওয়া যাচ্ছেনা"।

চাকরের এই কথা থেকে দত্ত মহাশয় অনুমান করেন যে—হয়তো রায়বাবুদের অতি আদরের একটি পোষা বিড়াল রয়েছে। সাময়ীক ভাবে তার অনুপস্থিতিই এই চাঞ্চল্যের কারণ। পোষা বিড়াল হিসাবে বাড়ীর আশে-পাশেই তার থাকা সম্ভব। সুতরাং খুঁজে পেতে বিলম্ব হবেনা।

কিন্তু সাময়ীক ভাবে বিড়ালের এই অনুপস্থিতির সাথে খাদ্য পরিবেশনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা অনুমান করতে দত্ত মহাশয় ব্যর্থ হন।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও খাদ্য পরিবেশনের কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে দত্ত মহাশয় যখন নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে রওয়ানা হওয়ার জন্যে গাত্রোত্থান করেছেন এমন সময়ে দেখা গেল যে বৃদ্ধ রায় বাবু হাসী মুখে অতি দ্রুত এগিয়ে এসে তাঁকে অনুসরণ করার জন্য দত্ত মহাশয়কে আহবান জানাচ্ছেন।

অন্দরে রান্না ঘরের বারান্দায় ভিন্ন ভিন্ন আসন পাতা রয়েছে দেখে দত্ত মহাশয় বেশ দূরবর্তী আসনটিতে বসে পড়েন। হাজার

www.pathagar.com

হলেও রায় বাবুরা হলেন ব্রাহ্মণ। সুতরাং দূরবর্তী আসনটি যে দত্ত মহাশয়ের জন্যেই পাতা হয়েছে সেটা অনুমান করতে দত্ত মহাশয়ের মোটেই বিলম্ব হয়নি।

রায় বাবু এবং চারটি ছেলেও নিজ নিজ আসন গ্রহন করেন। খাদ্য পরিবেশিত হয়। ক্ষুধার্ত দত্ত মহাশয় কাল-বিলম্ব না করে আহারে মন-নিবেশ করেন। হঠাৎ নিকটে পলো (মাছ ধরার এক ধরনের দেশী যন্ত্র)র মাঝে আবদ্ধ বিড়ালটির প্রতি দত্ত মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিড়ালটি ছিল বৃদ্ধ এবং কদাকার। এইরূপ একটি কুৎসিৎ-কদাকার বিড়ালের প্রতি রায় বাবুদের এমন মমতা কি করে সৃষ্টি হ'ল সে কথা ভেবে দত্ত মহাশয় বিস্ময় বোধ করেন।

বৃদ্ধ রায় বাবু হয়তো এর-ই-প্রতীক্ষায় ছিলেন। সুযোগ বুঝে তিনি বলেন ঃ দেখুন দত্ত মশাই, ভাল করে দেখুন, এই হতভাগা বিড়ালের জন্যেই আপনাকে এত কষ্ট পেতেএবং বিলম্ব করতে হলো।

"আরে মশাই! অতিথী হল সাক্ষাৎ নারায়ন. হতভাগা বিড়ালের জন্যে সেই অতিথীকে দীর্ঘ সময় অভুক্ত রেখে আমি যে পাপ করলাম জানিনা সেজন্যে কতকাল আমাকে প্রেত-পিশাচাদি হয়ে শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

"তবু কিছুটা বিলম্ব হলেও বিড়াল যে পাওয়া গিয়েছে সেজন্যে শ্রী ভগবানের পাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার জানাই; অন্যথায় অন্যান্য অনেক দিনের মতো খাদ্য প্রস্তুত রেখেও সবাইকে উপবাসী থাকতে হতো।"

এখানে থেমে বৃদ্ধ রায় বাবু ইশারায় ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানান।

এই সুযোগে বৃদ্ধ রায় বাবুকে কিছুটা শান্তনা দেয়ার জন্যে দত্ত মহাশয় বলে উঠলেন ঃ আপনি ব্রাহ্মণ এবং প্রবীন ব্যক্তি,

www.pathagar.com

সুতরাং আপনি শুধু আমার কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র-ই নন পিতৃতুল্যও। সুতরাং আপনাকে উপদেশ দেয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আদরের পোষা বিড়ালটির সাময়ীক অনুপস্থিতির জন্যেই এটা ঘটেছে, সুতরাং আপনার ইচ্ছাক্রমে যা ঘটেনি সেজন্যে আপনি দায়ী হতে পারেন না। তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় যে, "বিড়াল না পাওয়া গেলে অন্যান্য অনেক দিনের মতো খাদ্য প্রস্তুত রেখেও আপনাদিগকে কেন উপবাসী থাকতে হ'ত ?"

দত্ত মহশয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ রায় বাবু যা বলে ছিলেন তার মোটামোটি সারমর্ম এ-ই ছিল যে—

এই বিড়াল রায় বাবুদের পোষা বিড়াল নয়, রায় বাবু নানা কারণে বিড়াল পোষার পক্ষপাতিও নন। আসলে ঘটনাটি হ'ল ঃ রায় বাবু ছোট বেলায় তাঁর ঠাকুর দাদাকে খাবার সময়ে এমনি ভাবে পলোর নীচে বিড়াল ঢেকে রাখতে দেখে তার কারণ জানতে চেয়েছিলেন; এই প্রশ্নের উত্তরে রায় বাবু যা বলেছিলেন তার সারমর্ম মোটামুটি ভাবে এ-ই ছিল যে— রায় বাবুর ঠাকুর দাদা ছিলেন খুব ধার্মিক এবং গুরুভক্ত মানুষ। সেই কারণে গুরুদেবও মাঝে মাঝে এই বাড়ীতে পদধুলি দিতেন।

তিনি এলে স্বভাবতঃই ভক্ত-অনুরক্তদিগের ভীড় জমে উঠতো; তাঁদের খাওয়া দাওয়া বা আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করা হত।

গুরুদেব একবার আহারে বসে বিড়াল গুলোকে পলোর নীচে ঢেকে রাখতে এবং খাওয়া শেষ হলে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দান করেন। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্দেশ পালন করা হয়।

যেহেতু গুরুদেব ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবান স্বরূপ, অতএব উহাকে "দৈব নির্দেশ" বলে গণ্য করতঃ রায় বাবুর ঠাকুর

www.pathagar.com

দাদা সেই থেকে খাওয়ার সময়ে বিড়াল ঢেকে রাখা এবং খাওয়ার পরে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা চালু করেন।

পরবর্তী সময়ে গুরুদেব এই ব্যবস্থা চালু থাকতে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করায় রায় বাবুর ঠাকুর দাদা বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হন এবং কঠোর ভাবে এই ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে থাকেন। রায় বাবুর পিতাও আজীবন অতীব নিষ্ঠার সাথে এই ব্যবস্থা চালিয়ে গিয়েছেন।

যেহেতু ইহা সাক্ষাৎ ভগবান সদৃশ গুরুদেবের নির্দেশ এবং যেহেতু সেই বাল্যকাল থেকে রায় বাবু তাঁর পরম ভক্তি-ভাজন পিতা-পিতামহকেও অতীব নিষ্ঠার সাথে একাজ চালিয়ে যেতে দেখেছেন অতএব বর্তমানে অবস্থা গরীব হওয়া এবং নানারূপ প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়া সত্বেও অতীব নিষ্ঠার সাথে তিনিও একাজ অব্যাহত রেখেছেন।

কিন্তু অসুবিধা হল—বর্তমানে বাড়ীতে কোন বিড়াল থাকে না, রায় বাবুও নানা কারণে বিড়াল পোষা পছন্দ করেন না, কিন্তু তাই বলেতো গুরুদেবের নির্দেশ এবং পৈত্রিক ঐতিহ্যকে অমান্য বা অবহেলা তিনি করতে পারেন না !

তাই খাবার সময়ে অন্য বাড়ী বা আশে পাশের কোন স্থান থেকে বিড়াল ধরে এনে পলোর নীচে রাখা হয় এবং খাওয়া দাওয়ার পরে ছেড়ে দেয়া হয়। কাটা ঝুটা খেয়ে তখনকার মতো বিড়ালও বিদায় নেয়। বিড়াল ধরে আনতে বিলম্ব হলে খাদ্য প্রস্তুত রেখেও খেতে বিলম্ব হয়ে যায়। আর অদৃস্ট-দোষে কোন দিন বিড়াল পাওয়া না গেলে সেদিন বা সে বেলা সবাইকে উপবাসে কাটিয়ে দিতে হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশঃ বৃদ্ধ রায় বাবু নাকি অত্যন্ত বেদনা এবং হতাশার সাথে দত্ত মহাশয়কে এ কথাও বলেছিলেন যে—আধুনিক ছেলে মেয়েরা এমন কি তাঁর নিজের ছেলে মেয়ে-

www.pathagar.com

রাও "কলির চক্রান্ত" এবং "আধুনিক শিক্ষার কারণে" এ সব কিছু মানতে চায় না, এমন কি বিশ্বাস করতেও চায় না। বৃদ্ধ রায় বাবুর ধারণায় এখন সবাই মিলে ধর্মকে "রসাতল" নিক্ষেপ করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

রায় বাবুর উত্তর ও মন্তব্য শুনে দত্ত মহাশয় বেশ পরিষ্কার রূপে বুঝতে পেরেছিলেন যে—

ধার্মিক এবং অতিথী পরায়ন হিসাবে সুদিন থাকতে মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে গুরুদেব এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের সমাগম হ'ত। অতিথী অভ্যাগতদিগের ভীড়ও লেগেই থাকতো, সকলের আদর আপ্যায়ন এবং ভুড়ি ভোজনের ব্যবস্হাও ছিল।

ভুড়ি ভোজনের ব্যবস্হা থাকায় সুযোগ বুঝে বিড়ালের দলও এখানে ভীড় জমিয়ে ছিল এবং খাবারের সময় স্বাভাবিক নিয়মেই উৎপাত-অত্যাচারও চালিয়ে যেতো।

কোন একদিন খাবার সময়ে গুরুদেবকেও এই উৎপাত-অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়—ফলে তিনি "খাবার সময়ে পলার নীচে বিড়াল রেখে খাওয়ার পরে ছেড়ে দিতে" বলেছিলেন।

গুরুদেব কেন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটা তলিয়ে না দেখে এবং রায় বাবুর ভাষায় সাক্ষাৎ ভগবান স্বরূপ গুরুদেবের নির্দেশকে দৈববানী ধারনা করতঃ রায় বাবুর ঠাকুর দাদা এবং পিতা অন্ধের মতো এ ব্যবস্হাকে সারা জীবন চালিয়ে গিয়েছেন। আর রায় বাবুও অন্ধের মতো তাঁদের অনুসরন করে চলেছেন।

কিন্তু অসুবিধা হ'ল—এখন অবস্হা খারাপ হওয়ায় অতিথী অভ্যাগতের ভীড় কমেছে, ভুড়ি ভোজনের ধুমও থেমেছে। ফলে রায় বাবুকে এই বিভ্রাটে ফেলে বিড়ালের দলও কোন ভাগ্যবানের বাড়ীতে পাড়ি জমিয়েছে।

www.pathagar.com

আধুনিক শিক্ষিত এবং চিন্তশীল দত্ত মহাশয় নানা ধরণের যুক্তি প্রমাণ দিয়ে রায় বাবুকে আসল বিষয়টা বুঝানোর সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। কারণ রায় বাবুর সেই একই কথা ঃ "আমি জীবন দিতে পারি কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান সদৃশ গুরু-দেবের নির্দেশ এবং পিতৃ-পৈতামহিক ঐতিহ্যকে—বিসর্জন দিতে পারি না"।

শেষ পর্যন্ত দত্ত মহাশয় একথা বলে বিদায় নিয়েছিলেন যে—"আধুনিক ছেলে মেয়েরা নয়—বরং আপনার মতো অন্ধ-বিশ্বাসীরাই এভাবে ধর্মকে রসাতলে নিক্ষেপ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।"

"সুতরাং শুধু ভগবান এবং আধুনিক কালের মানুষই নয়—অনাগত ভবিষ্যতের কোটি কোটি বিভ্রান্ত মানুষের কাছেও এজন্যে আপনাদিগকে অতি মর্মান্তিক ভাবে দায়ী হতে হবে"

আমার জানা বিড়াল বিভ্রাটের বিবরণ এখানেই শেষ হ'ল। অতঃপর অত্যন্ত বিণয়ের সাথে আমি বলতে চাই যে—বিড়াল বিভ্রাটে পতিত এই সব রায় বাবুরা যত ক্ষয়ীষ্ণুই হন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত প্রসার হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সেই বিড়াল বিভ্রাটে আজও হাবুডুবু খেয়ে চলেছেন।

আর নিজেদের ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ প্রভৃতির দ্বারা আমাদের সেই দত্ত মহাশয় বা আধুনিক ও ভাবী কালের কোটি কোটি মানুষের কাছে পবিত্র ধর্মকে অচল-অবিশ্বাস্য করে তুলছেন।

আজও যদি তাঁদের শুভ বুদ্ধির উদয় না হয় এবং তাঁরা যদি এ ভাবেই নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন তবে ধর্ম তো রসাতলে যাবেই—পৃথিবীর যাবতীয় পাপ এবং ধর্মহীনতার দায়িত্ব থেকেও কোন ক্রমেই তাঁরা রেহাই পাবেন না।

www.pathagar.com

বিড়াল বিভ্রাটের কতিপয় বাস্তব উদাহরণ ঃ

বিড়াল বিভ্রাট কিভাবে বংশপরম্পরায় মানুষের মন-মস্তিষ্ককে আড়ষ্ট এবং আচ্ছন্ন করে রাখে স্হানাভাব বশতঃ তার কয়েকটি মাত্র উদাহরণকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হল।

১। পৃথিবী ঃ

সুদূর অতীতে এই "পৃথিবী" নাম-করণের সময়ে যে লেখ্য-ভাষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুঃখজনক শূন্যতা বিরাজমান ছিল সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই যুগকে বহু দূর পশ্চাতে ফেলে আমরা এগিয়ে এসেছি। আমাদের ছেড়ে আসা সে যুগের নাম আমরা দিয়েছি—"বর্বর যুগ।"

সে যুগের মানুষ কোন ধারণা বিশ্বাস থেকে এই নাম-করণ করেছিলেন বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভাগবত পাঠে জানা যায় ঃ

রাজা বেণ পুত্র লাভের জন্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে আহুত মুনিগণ বেণের হস্তদ্বয় মন্থন করলে তথা হতে পৃথু নামে এক পুত্র এবং অর্চি নামে এক কণ্যার জন্ম হয়। পৃথু অর্চিকে বিবাহ করেন। তিনি মনুকে বৎস কল্পনা করতঃ পৃথিবী দোহন করেন। এই রূপ দোহন করার জন্য ধরিত্রী "পৃথিবী" বা "পৃথ্বী" এই নামে অভিহিত হন।

—ভাগবত এবং আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান ১২১৪ পৃং "পৃথু" শব্দ দ্রষ্টব্য।

২। মেদিনী ঃ

পৃথিবীর অপর নাম মেদিনী। বিষ্ণুর কর্ণ-মূল হইতে মধু এবং কৈটভ নামক দুইটি দৈত্যের উদ্ভব ঘটে। উভয়ে বিষ্ণুকে

www.pathagar.com

আক্রমণ করে এবং বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়। তাহাদের মেদ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় পৃথিবীর নাম হয়—মেদিনী।

—বিষ্ণু পুরাণ, রামায়ণ এবং আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান ১২৫১ পৃং "মধু" শব্দ দ্রষ্টব্য।

৩। ব্রহ্মাণ্ড:

বলাবাহুল্য পৃথিবীর অন্যতম নাম ব্রহ্মাণ্ড। প্রলয়ের শেষে ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে প্রলয়ের অন্ধকার দূর হয় ও কারণ-বারিতে—সৃষ্টি বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণময় অণ্ডের উৎপত্তি হয়। ঐ অণ্ড বিভক্ত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এবং তাহার ভিতর হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। বলা বাহুল্য এই কারণেই পৃথিবীর নাম হয়—ব্রহ্মাণ্ড।

—ব্রহ্ম বৈবর্ত, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণ এবং আশুদেব দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধানের ১২৪২ পৃঃ "ব্রহ্মা" শব্দ দ্রষ্টব্য।

এর পরেও পৃথিবীর ধরা, ধরিত্রী, অবণী, ধরণী প্রভৃতি বহু নাম রয়েছে। বলা বাহুল্য প্রতিটি নামের পশ্চাতেই এমনি ধরণের এক একটি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত উপাখ্যানও রয়েছে।

একই পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন এতগুলি কারণ যে থাকতে পারে না সে কথা সহজেই অনুমেয়।

অথচ আজও অতীব গর্বের সাথে এ নাম গুলো আমরা ব্যবহার করে চলেছি; ভূগোল, ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য, অভিধান প্রভৃতিতে এসব নামকে গর্বের সাথে তুলে ধরছি।

এর একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে আর; তা' হল—এই নাম সমূহ উদ্ভবের পশ্চাতে যে সব কাহিনী বিদ্যমান

www.pathagar.com

রয়েছে সেগুলোকে আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন করি এবংসত্য ও অভ্রান্ত বলে বিশ্বাসও পোষণ করি।

অথচ জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, বাস্তব-অভিজ্ঞতা প্রভৃতির সমবেত রায় হ'ল—এসব অসত্য, অলীক, অপরিপক্ক মন মানসের উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত, তথা বর্বর যুগীয় চিন্তা-ধারা—সত্য বা বাস্তবের সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই—থাকতে পারে না।

এখানে শুধু পৃথিবী, মেদিনী এবং ব্রহ্মাণ্ডের কথা তুলে ধরা হল। বলা বাহুল্য এমনি ধরনের বহু নাম এবং বহু ঘটনার বিবরণই ধর্মীয় বিধান সমূহ এবং ওসবের অনুসারী দিগের মন-মস্তিস্কে বিদ্যমান রয়েছে; বাহুল্য বোধে সে গুলোকে তুলে ধরা হল না।

তাছাড়া সে সবকে তুলে ধরতে গেলে বিরাট আকারের একখানা গ্রন্থ লিখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে—যা আপাততঃ সম্ভব নয়।

৫। সদা প্রভুর ঔরস-জাত একমাত্র পুত্র ঃ

ইতি পূর্বে হিন্দু সমাজে বিদ্যমান বিড়াল বিভ্রাটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর জন-সংখ্যা, ধন-দৌলত, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির দিক দিয়ে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সুপরিচিত খ্রীস্টান জাতী ও যে এই বিড়াল বিভ্রাটের অভিশাপ থেকে মুক্ত নন তার বহু উদাহরণের মধ্য হতে মাত্র দু'টিকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য অতঃপর "সদা প্রভুর ঔরস-জাত একমাত্র পুত্র" সম্পর্কে বলা হবে।

www.pathagar.com

ঔরস এবং গর্ভ বলতে কি বুঝায় আর এ উভয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক অর্থাৎ ঔরসের সাহায্যে কিভাবে গর্ভের সঞ্চার হয়—বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে।

ঔরসের সাথে বীর্য তথা রক্তের সম্পর্ক থাকে বলেই যে ঔরস-জাত সন্তানেরাই পৈত্রিক সম্পদ-সম্পত্তি, বংশ মর্যাদা, পদবী প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে সে কথা কারো বিশেষ করে খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিদিগের অজানা নয়।

অথচ খ্রীষ্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের বিশ্বাস অর্থাৎ—তাঁরা এই বিশ্বাস থাকার দাবী করেন যে যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বর বা সদা-প্রভুর "ঔরস জাত" একমাত্র পুত্র।

তাঁদের এই দাবী কতটা যুক্তিপূর্ণ এবং সত্যভিত্তিক তা যাঁচাই করার জন্য আমরা প্রথমে বাইবেল (ধর্ম্মপুস্তক) থেকে এ সংক্রান্ত বিবরণটিকে হুবহু উদ্ধৃত করবো এবং পরে আরো কতিপয় তথ্য-প্রমাণকেও একে একে তুলে ধরবো।

"প্রভু যীশুর জন্ম বিবরণ ঃ"

"যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের বাগ্‌দত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে—পবিত্র আত্মা হইতে। আর তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্মিক হওয়াতে ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র করিতে ইচ্ছা না করাতে, গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। তিনি এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে—তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন যোষেফ, দায়ূদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে; আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণ কর্তা) রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

মথি ১ ; ১৮—২১ পদ ; পৃষ্ঠা—২

লক্ষ্যণীয় যে মরিয়ম বিবাহের পূর্বে গর্ভবতী হয়েছিলেন পবিত্রাত্মা বা স্বর্গীয় দূত গেব্রীয়েল হ'তে ; অতএব এই গর্ভের

www.pathagar.com

সাথে সদা-প্রভু বা ঈশ্বরের ঔরস বা রক্তের সামান্যতম সম্পর্কও যে নেই অনায়াসে সে কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

অন্য দিকে পবিত্রাত্মা বা স্বর্গীয় দূত যে স্বীয় ঔরসের দ্বারা এই গর্ভের সঞ্চার করে ছিলেন উপরোদ্ধৃত বিবরণ থেকে তেমন কোন প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না।

এমতাবস্থায় "যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর বা সদা প্রভুর ঔরস জাত একমাত্র পুত্র" খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিদিগের এই দাবীটাই যে মিথ্যা এবং তাঁদের পূর্ব-পুরুষ দিগেরই কল্পনা প্রসূত সে কথাই দিবা লোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ঈশ্বর বা সদা প্রভু যে অসীম, অনন্ত, চিন্ময় অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ অতএব তাঁর যে স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সসীম দেহ এবং ঔরস বলতে কিছু থাকতে পারে না অর্থাৎ থাকা যে সম্ভবই নয় কোন ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষ এবং কোন স্থির-প্রাজ্ঞ চিন্তাশীল বা যুক্তিবাদী ব্যক্তি সে কথা অস্বীকার করতে পারেন না—খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিরাও পারেন না।

অথচ এই না পারার পরেও তাঁরা ঈশ্বরের ঔরস থাকা এবং সেই ঔরসের দ্বারা তিনি যে তাঁর 'একমাত্র পুত্র' যীশু খ্রীষ্টকে জন্ম দিয়েছেন অতি আশ্চর্য জনক ভাবে এ দাবীও তাঁরা করে থাকেন।

ঈশ্বর বা সদাপ্রভু যে ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান এবং তাঁর ইচ্ছা মাত্রই যে সব কিছু হয়ে যায় আর তা-ই যে সম্ভব ও স্বাভাবিক অন্যান্যদের সাথে খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিরাও সে কথা স্বীকার ও বিশ্বাস করেন।

অথচ এই তথাকথিত একমাত্র পুত্রের বেলায় তাঁরা ইচ্ছা করেই একথা ভুলে যান এবং খুব সম্ভব বিশ্ববাসীকে একথাই তাঁরা বুঝাতে চান যে—অন্যান্য সৃষ্টির বেলায় ঈশ্বর বা সদা-প্রভুর ইচ্ছাময়ত্ব ও সর্বশক্তিমানত্ব কার্যকর থাকলেও তাঁর এই "একমাত্র পুত্রের" বেলায় তা কার্যকর ছিল না, তাই তিনি স্বয়ং ঔরসের সাহায্য নিয়ে এই জন্ম দানের কাজটি সমাধা করেছিলেন।

www.pathagar.com

যীশু খৃষ্টকে ঈশ্বর বা সদা প্রভুর ঔরস জাত একমাত্র পুত্র বলে খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিদিগের এই দাবী যে মিথ্যা, স্বকোপল কল্পিত এবং বাইবেলের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী অতঃপর খোদ বাইবেল থেকে তার কতিপয় অকাট্য প্রমাণ আমরা তুলে ধরবো। এ থেকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাবে জানতে পারা যাবে যে শুধু যীশু খ্রীষ্টই নন কতিপয় বিখ্যাত পয়গম্বর এমন কি এক শ্রেণীর মানুষকেও স্বয়ং সদা প্রভু তাঁর ঔরস-জাত পুত্র বলে দাবী করেছেন। যথা ঃ

ক) "And Thou Shalt say unto Pharaoh, Thus Saith the Lord. Israil is My son, even my first born". —Exodus 4 : 22

অর্থাৎ—'আর তুমি ফরৌণকে কহিবে, সদা-প্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথম জাত"।

—যাত্রা পুস্তক ৪ ঃ ২২

খ) ডেভিড (দাউদ আঃ) বলেন :

"I will declare the decree ; the Lord hath said unto me Thou art My Son, This day have I begotten Thee".

—Psalms 2 : 7

অর্থাৎ—আমি সেই বিধির বৃত্তান্ত প্রচার করিব ; সদা-প্রভু আমাকে কহিলেন—তুমি আমার পুত্র ; অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি"। —গীত সংহিতা ২ ঃ ৭

গ) সলোমন (আঃ) সম্পর্কে সদা প্রভু বলেন ঃ

"Hc shall build a house for My name : and he shall be My son, and I will be his Father and I will establish the throne of his kingdom over Israil forever".—Chronicles 22 : 10

অর্থাৎ—সে-ই আমার নামের জন্য গৃহ নির্ম্মণ করিবে আর সে আমার পুত্র হইবে, আমি তাহার পিতা হইব এবং ইস্রায়েলের উপরে তাহার রাজ সিংহাসন চির কালের জন্য স্থির করিব"। —বংশাবলী ২২ ঃ ১০

ঘ) যারা শত্রুকে ভালবাসে বাইবেল অনুযায়ী তারাও ঈশ্বরের পুত্র। যথা ঃ

www.pathagar.com

"Love your enemies ··· ··· than ye may be the Children of your Father which is in Heaven. —Mathew 5 ; 44-45

অর্থাৎ—কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও ; যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও।" —মথি ৫ ঃ ৪৪ ৪৫

ঙ) শান্তি স্থাপনকারী দিগকেও বাইবেলে "ঈশ্বরের পুত্র" বলা হয়েছে। যথা ঃ

"Blessed are the peace-makers for they shall be Called the son of God. —Mathew 5 : 9

অর্থাৎ—ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়। কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে। —মথি ৫ ঃ ৯

যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বর বা সদা প্রভুর "ঔরস জাত একমাত্র পুত্র" খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিদিগের এই দাবী যে মিথ্যা, স্বকোপল কল্পিত এবং বাইবেলের শিক্ষার বিরোধী—আশা করি এই কতিপয় উদ্ধৃতি থেকেই তা—বুঝতে পারা যাবে।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, উপরের এই উদ্ধৃতিগুলি প্রথমে ইংরেজী বাইবেল এবং পরে অনুবাদের বেলায় বাংলা বাইবেল (ধর্ম্ম পুস্তক) থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। অর্থাৎ—উভয় ক্ষেত্রের কুত্রাপি আমাদের নিজস্ব একটি শব্দও ব্যবহৃত হয়নি।

সে যা হোক, যীশু খ্রীষ্টের এই পুত্রত্বের দাবী যে অসার, অবাস্তব এবং সঙ্গতি-বিহীন তার আর একটি মাত্র প্রমাণ তুলে ধরে আমরা তাঁর 'ত্রাণকর্তা' হওয়া সম্পর্কীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিদিগের আর একটি দাবী হ'ল—"ত্রিত্ববাদ"। ত্রিত্ববাদের মূল কথা ঃ "সদা প্রভু, পবিত্রাত্মা এবং যীশুখ্রীষ্ট এই তিনজনই এক একজন স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ঈশ্বর।"

www.pathagar.com

ইতিপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে—সদা প্রভুর আদেশে পবিত্রাত্মা হ'তে মরিয়ম গর্ভবতী হন এবং যীশুকে জন্মদান করেন

অতএব ঘটনাটি এ-ই দাঁড়াচ্ছে যে—সদা প্রভু অর্থাৎ—এক নম্বর ঈশ্বরের আদেশে, পবিত্রাত্মা অথাৎ দুই নম্বর ঈশ্বর মরিয়মের গর্ভে যীশু অর্থাৎ তিন নম্বর ঈশ্বরের জন্মদান করেছিলেন।

বিষয়টি ভেবে দেখার মতো, কেননা ঈশ্বর বলতে জন্ম মৃত্যুহীন এক অনুপম স্বত্বাকেই বুঝায়। অথচ খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিগণ পবিত্রাত্মা এবং যীশুকে জন্ম মৃত্যুর অধীন জেনেও শুধু ঈশ্বরই নয়—একেবারে স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ঈশ্বরে পরিণত করেছেন!

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে যীশুখ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র হতে পারেন না অর্থাৎ হওয়া যে সম্ভবই নয়—তার এত সব অকাট্য যুক্তি প্রমাণ থাকা স্বত্বেও খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিগণ কেন তা মানতে চান না এবং তাদের এই বিভ্রান্তি ও চিত্তবৈকল্যের কারণ কি?

এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই হ'তে পারে আর তা'হল—সুদুর অতীতের সেই অন্ধকার যুগে তৎকালীন পাদ্রী-পুরোহিত-গণ এবং তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিরা ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতির নামে যে বিড়াল বিভ্রাটের সৃষ্টি করে গিয়েছেন বর্তমানের খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিরা বংশানুক্রমিক ভাবে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বিড়াল বিভ্রাটেরই করুণ ও অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছেন।

ত্রাণ কর্তা কে?

খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিদের মতে যীশু খ্রীষ্ট শুধু সদাপ্রভুর ঔরস জাত-একমাত্র পুত্র এবং অন্যতম ঈশ্বরই নন—তিনি ত্রাণকর্তাও।

ইতিপূর্বে প্রথমেই বাইবেলের যে উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে আমরা জানতে পেরেছি- ..... "এবং তুমি তাঁহার নাম

www.pathagar.com

যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিবে, কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।"

যীশু খ্রীষ্টের এই ত্রাণকর্তা হওয়া সম্পর্কে খ্রীষ্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের যুক্তি হ'ল—যেহেতু যীশু খ্রীষ্ট, খ্রীষ্ট জগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ব স্বরূপ ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন অতএব কোন ব্যক্তি তাঁর এই প্রায়শ্চিত্ববাদ এবং পবিত্র রক্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে সাথে সম্পূর্ণরূপে পাপ মুক্ত হয়ে যায়—স্বীয় পাপের জন্য তাকে আর পরকালে কোনরূপ দায়ী হতে হয় না।

খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিদের এই যুক্তির উত্তরে প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে—একজনের পাপে অন্য জনের শাস্তি এবং এমন অবাধ ও পাইকারী ভাবে পাপের লাইসেন্স প্রদান-এর কোনটাই ন্যায়-নীতি ও বিবেক-বুদ্ধি সম্মত হতে পারে না। সুতরাং তাঁদের এই যুক্তি গ্রহণ যোগ্য নয়।

তা ছাড়া যীশু খ্রীষ্ট যে খ্রীষ্ট জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন বাইবেলের কুত্রাপি তার কোন প্রমাণ নাই। বরং বাইবেলের এ সংক্রান্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে—রাষ্ট্র দ্রোহিতার মিথ্যা-অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানতে পেরে তিনি তাঁর দ্বাদশ শিষ্য সহ আত্ম গোপন করেন।

এই দ্বাদশ শিষ্যেরই অন্যতম ইস্করিয়োতীয় যিহুদা মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে শত্রু হস্তে সমর্পন করে।

বন্দী অবস্থায় অকথ্য লাঞ্ছনা অপমানের পরে তাঁকে ক্রুশ-বিদ্ধ করতঃ হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি আর্তনাদ করতঃ বলে উঠেন—এলী এলী লামা শবক্তানী।" অর্থাৎ-ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?

—মথি ২৭ ; ১-৪৬

এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে যীশু মৃত্যুর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না—তা ছাড়া তিনি যদি পাপী দিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রাণ দিতেন তবে অবশ্যই-মৃত্যুর পূর্বে সে কথা বলে যেতেন। অথচ তিনি তা-বলেন নি।

www.pathagar.com

অন্ততঃ বাইবেলের কুত্রাপি তেমন কিছু বলার প্রমান আমরা পাই না।

তবে উপরোদ্ধৃত বাণীটি থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে-যীশুর পিতা যোষেফ স্বপ্ন যোগে জনৈক দেবদূত কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ছিলেন যে "নব জাতকের নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিও"।

সেখানে অবশ্য এই যীশু বা ত্রাণ কর্তা নাম রাখার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে—"তিনিই আপন প্রজা দিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ-করিবেন"।

বলাবাহুল্য মহাপুরুষ দিগের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হল—পাপী দিগকে পাপ হতে ত্রাণ করা। যীশুও সেই উদ্দেশ্যেই প্রেরীত হয়ে ছিলেন। পাপী দিগকে ত্রাণ বা পাপ-মুক্ত করার ভিন্ন পথ রয়েছে। সেজন্যে পাপী দিগের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট মহা পুরুষকে প্রায়শ্চিত্ব করতে বা ক্রুশ-বিদ্ধ হতে হয় না। মোট কথা পাপী দিগকে পাপ মুক্ত করা সংক্রান্ত বাইবেলের এই-বাণী তাঁর-প্রায়শ্চিত্ব করণ বা ক্রুশে প্রাণ দানের সামান্যতম ইঙ্গিতও বহন করছে না।

তাছাড়া 'ত্রাণকর্তা' বলতে বুঝায়ঃ যিনি গোটা বিশ্ববাসীকে ত্রাণ-দানের যোগ্যতা এবং অধিকার রাখেন। অথচ এখানে সুস্পষ্ট রূপেই বলা হয়েছে যে যীশু "তাঁর প্রজাদিগকে" ত্রাণ করবেন। এমতাবস্হায় যীশুকে ত্রাণকর্তা বলার কোন তাৎপর্যই থাকতে পারে না।

উল্লেখ্য ঃ "যীশু শুধুমাত্র ইস্রায়েল কূলের হারানো মেষ দিগের জন্য প্রেরীত হয়েছেন" বাইবেলে একথার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা থেকেও তিনি যে ত্রাণকর্তার যোগ্য ছিলেন না সে কথা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়।

এবার আসুন, পাপ এবং পাপী বলতে কি বুঝায় বাইবেল থেকে তা জানতে চেষ্টা করি।

বাইবেল অনুযায়ী ঈশ্বরের বিধানকে অমান্য-অগ্রাহ্য করাই হ'ল পাপ—আর যারা তা করে পাপী বলতে তা'দিগকেই বুঝায়।

বলাবাহুল্য যারা ঈশ্বরের বিধানকে অমান্য-অগ্রাহ্য করে

www.pathagar.com

তারা তাদের এ কাজের জন্য ঈশ্বরের কাছেই দায়ী হয় - কেননা তারা ঈশ্বরের বিধানকে অমান্য অগ্রাহ্য করেছে।

এমতাবস্থায় এই পাপের ত্রাণ বা মুক্তি চাইতে হলে পাপী দিগকে ঈশ্বরের কাছেই তা চাইতে হবে এবং একমাত্র ঈশ্বরই তাদিগকে এই পাপ থেকে ত্রাণ বা মুক্তি দিতে পারেন।

ঈশ্বরের কাছে পাপ করতঃ যীশুর কাছে মাফ চাওয়া যে শুধু অর্থহীন-ই নয় শালীনতা এবং ন্যায়-নীতি বিরোধীও সে কথা বুঝতে অনেক বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। আর যে যীশুখ্রীষ্ট বিরুদ্ধবাদীদিগের এমন কি তাঁর নিজের জনৈক ঘনিষ্ট শিষ্যের জঘন্য ষড়যন্ত্র থেকে নিজকে মুক্ত বা ত্রাণ করতে পারলেন না—তিনি যে বিশ্ববাসী বিশেষ করে খ্রীষ্ট জগতের 'ত্রাণকর্তা' হতে পারেন না—হওয়া যে সম্ভবই নয় সে কথা বুঝতেও অনেক জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

অথচ খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিগণ শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত হওয়া স্বত্তেও এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না।

বলাবাহুল্য এই বুঝতে না পারার কারণ হল—তাঁরা বিড়াল বিভ্রাটে পড়েছেন ; আর উন্নত জাতি হিসাবে তাঁদের এ বিভ্রাটের সংখ্যা এবং ধরণটাও বেশ প্রকান্ড ও প্রচন্ড।

অতঃপর আসুন, আর একটি প্রাচীন সভ্য জাতি কিভাবে বিড়াল বিভ্রাটে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে চলেছেন তা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

www.pathagar.com

বনি-ইসরাইল বা ইহুদী জাতিঃ

ইসরাইল শব্দের অর্থ—ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধকারী। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন "যাকোব"। সদাপ্রভু বা ঈশ্বরকে যুদ্ধে পরাস্ত করতঃ তিনি "ইসরাইল" নামে ভূষিত হন।

'যাকোব' অর্থ—প্রবঞ্চক। প্রবঞ্চনা পূর্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'এসৌ'র জ্যেষ্ঠত্ব হরন করতঃ তিনি সদাপ্রভু বা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ লাভ করেন।

ওল্ড টেষ্টামেন্ট বা আদিপুস্তক পাঠে জানা যায়ঃ সদাপ্রভু বা ঈশ্বর এক রাত্রে যাকোবকে একাকী পেয়ে তার সাথে মল্ল যুদ্ধে লিপ্ত হন। সদা প্রভু তখন নরাকার ধারণ করে ছিলেন।

কিন্তু তিনি কোন মতেই যাকোবকে এঁটে উঠতে পারছিলেন না। অগত্যা তিনি তার "শ্রেণীফলকে" আঘাত করেন। ফলে যাকোবের হাড় সরে যায়। কিন্তু তবু তিনি যাকোবকে কাবু করতে অসমর্থ হন।

অগত্যা অনন্যোপায় হয়ে তিনি যাকোবকে বলেন—"আমাকে ছাড়, কেননা, প্রভাত হয়ে যাচ্ছে'। কিন্তু যাকোব নাছোড় বান্দা। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন—আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করা পর্যন্ত আপনাকে ছাড়বোনা।

অগত্যা সদা-প্রভু স্বয়ং তার এই যাকোব বা প্রবঞ্চক নাম পরিবর্তন করতঃ বলেন—তুমি এখন থেকে "ইসরাইল" নামে খ্যাত হবে। কেননা, তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ। অতঃপর অনেক চেষ্টা চরিত্রের পরে সদা প্রভু যাকোবের হাত থেকে রক্ষা পান এবং স্বস্থানে প্রস্থান করেন।
—আদিপুস্তক ৩২ অঃ ২২–৩০ পদ।

বলাবাহুল্য আদিপুস্তকে এমনি ধরনের বহু বিড়াল-বিভ্রাটের ঘটনাই লিপি-বদ্ধ রয়েছে। স্থানাভাব বশতঃ এখনে আর কোন

www.pathagar.com

ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব হলনা। উৎসাহী পাঠকগণকে আদিপুস্তক থেকে সেগুলো জেনে নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঃ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ইক্ষাকু বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়।

এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকায় আমরা শুধু অধ্যাপক শ্রীযুৎ রণধীর বড়ুয়া এম, এ, বি, টি প্রণীত "ভগবান বুদ্ধ" নামক গ্রন্থের ১১-১৪ পৃষ্ঠায় এই বংশের উদ্ভব সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে সুধী পাঠক বৃন্দকে সেটুকু উপহার দিয়েই প্রসঙ্গান্তরে গমন করবো।

"কুশীনগর ও পোতল (কোশল !) রাজ্যের এক কালীন শাসক রাজা 'কণিক'-এর গৌতম ও ভরদ্বাজ নামে দুই পুত্র ছিল।

গৌতম ছিলেন খুব ধার্মিক। তিনি রাজ্য শাসনের পরিবর্তে পিতার অনুমতি ক্রমে ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্যে "কৃষ্ণবর্ণ" নামক জনৈক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফলে রাজা কণিকের মৃত্যুর পরে তাঁর অন্যতম পুত্র ভরদ্বাজ পোতলের রাজা হন।

গৌতম গুরুর নির্দেশে পোতলের রাজ্য সীমার মধ্যেই এক পর্ণ-কুটির নির্মাণ করতঃ ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন।

ঘটনা ক্রমে এই পর্ণ-কুটিরের নিকটে ভদ্রা নাম্নী এক নগর-নন্দিকা তার জনৈক প্রনয়ী কর্তৃক নিহত হয়। আততায়ী রক্তাক্ত ছুরিকাটি গৌতমের পর্ণ-কুটিরের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

নগর বাসীরা সন্দেহ ক্রমে ঋষি গৌতমকে বন্দী করতঃ শাস্তি স্বরুপ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করায় এবং করপির (করবী ?) মালা গলায় দিয়ে নগর পরিভ্রমণ করায়, শেষে নগরের বাইরে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়ায়।

www.pathagar.com

খবর পেয়ে তদীয় গুরু কৃষ্ণবর্ণ তাঁকে দেখতে আসেন এবং তিনি অপরাধী কি না তা জানতে চান। উত্তরে গৌতম বলেন ঃ

"আমি যদি নির্দোষ হই তবে এখনই আপনার কৃষ্ণবর্ণ দেহ "কনক-বর্ণ হোক", সঙ্গে সঙ্গে ঋষি কনক-বর্ণ হয়ে উঠেন।

অতঃপর গৌতম ঋষিকে বলেন ঃ নিজের মৃত্যুর জন্য আমি দুঃখিত নই, কিন্তু আমার ভ্রাতা রাজা ভরদ্বাজের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তার মৃত্যুর পরে পোতলের সিংহাসন শুন্য থাকবে বলে আমি দুঃখীত।

একথা শুনে ঋষি কনকবর্ণ তপোবলে ঝড় বৃষ্টির সূচনা করেন, ফলে গৌতমের বেদনা প্রশমিত হয়; ইন্দ্রিয় নিচয় সতেজ হয়ে উঠে এবং দেহ থেকে দু'বিন্দু রক্ত মিশ্রিত বীর্য-পাত ঘটে।

কিছুক্ষন পরে ঐ দু' বিন্দু বীর্য দু'টি ডিম্বে পরিণত হয় এবং সূর্য্যের তাপে যথা সময়ে ফেটে গিয়ে দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে। আত্ম রক্ষার্থে শিশুদ্বয় নিকটবর্তী "ইক্ষুক্ষেত্রে" প্রবেশ করে এবং "সূর্য্যের কিরণ দ্বারা" বর্ধিত হ'তে থাকে। অন্য দিকে ঋষি গৌতম শূল বিদ্ধ অবস্থায় সূর্য্যতাপে শুকিয়ে দেহ ত্যাগ করেন।

ঋষি কনকবর্ণ শিশুদ্বয়কে ইক্ষুক্ষেত থেকে নিজের আশ্রমে নিয়ে যান এবং প্রতিপালন করতে থাকেন। "সূর্যোদয়ের সাথে জন্ম এবং সূর্য কিরণে বর্ধিত হওয়ায় তা'দিগকে "সূর্য্য বংশীয়" এবং গৌতমের পুত্র বিধায়—গৌতম বলা হয়।

গৌতমের "কটিদেশ" নিসৃত অঙ্গরস থেকে জাত বলে' "অঙ্গিরস" এবং ইক্ষুক্ষেতে বর্ধিত ও প্রাপ্ত বলে' তাদের অপর নাম হয় "ইক্ষাকু"।

ভরদ্বাজের মৃত্যুর পরে এই দু'জনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা রূপে বরণ করা হয়। তিনি অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করলে ছোট ভাই "ইক্ষাকু" নাম নিয়ে রাজত্ব করেন।

www.pathagar.com

অতঃপর তদ্ বংশীয় একশত জন রাজা ক্রমান্বয়ে পোতলে বা কোশল রাজ্যে রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে সর্বশেষ নৃপতি "ইক্ষাকু বিরুধকের" পুত্রগণই শাক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।"

এখানে বলা আবশ্যক যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ এই শাক্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন বলেই তার অপর নাম "শাক্য সিংহ"।

—"ভগবান বুদ্ধ" ১১—১৪ পৃং

সুধী পাঠকবর্গকে এই বিবরণের সত্যতা ও সম্ভাব্যতা যাঁচাই করার অনুরোধ জানাচ্ছি। বিবরণটি প্রাঞ্জল এবং সহজ ও সরল। অতএব ইহার সত্যতা ও সম্ভাব্যতা যাঁচাই করা মোটেই কঠিন নয়।

তথাপি সুধী পাঠকবর্গের সাহায্যার্থে এই বিবরণের কতিপয় দিকের প্রতি আলোকপাত করছি :

০ ঘটনার বিবরণ থেকে জানা গেল যে গৌতম ঋষি পোতলের রাজ্য সীমার মধ্যেই তাঁর এই পর্ণ কুটিরটি নির্মান করেছিলেন এবং তাঁর সহোদর রাজা ভরদ্বাজ ছিলেন এই রাজ্যের রাজা। এমতাবস্থায় নগরবাসীরা অন্যায় ভাবে গৌতমকে ধরে নিয়ে গেলো, লাঞ্ছিত-অপমানিত করলো, বিনা বিচারে শূলে চড়ালো অথচ রাজা ভরদ্বাজ ভ্রাতার সাহায্যে এগিয়ে এলেন না এটা কি করে সম্ভব হতে পারে ?

০ যে গৌতম ঋষি মুখের কথা দ্বারা তাঁর গুরু ঋষি কৃষ্ণ-বর্ণকে "কনক বর্ণে" পরিণত করতে পারলেন অথচ তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না—এটাকেই বা কি করে সত্য বলে মনে করা যেতে পারে ?

০ ঋষি কনক বর্ণ তপোবলে ঝড় বৃষ্টির উদ্ভব ঘটাতে পারলেন অথচ গৌতমকে রক্ষা করতে পারলেন না- এটাই বা কি করে সম্ভব হতে পারে ?

www.pathagar.com

০ বৃষ্টিতে গৌতমের বেদনার উপশম, ইন্দ্রিয় সতেজ হওয়া, দু'বিন্দু রক্ত মিশ্রিত বীর্যপাত, তা ডিম্বে পরিণত হওয়া, ডিম্ব থেকে সন্তানের জন্ম, জন্মের পরে ইক্ষুক্ষেত্রে গমন, সূর্যের কিরণে বর্ধিত হওয়া প্রভৃতি ঘটনাকে সত্য, স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলে ধারণা করা কি কোন জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব ?

এটা যে সম্ভব, সত্য, যুক্তি-গ্রাহ্য এবং বিশ্বাস-যোগ্য নয় প্রতিটি মানুষই যে এক বাক্যে সে কথা বলবেন তা আমরা জানি। কিন্তু তবুও গোটা বৌদ্ধ-জগত এটাকে সত্য, অভ্রান্ত এবং অপৌরসেয় বলে গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করে চলেছেন। আর এই বিশ্বাস পোষণকারীদিগের মধ্যে বহু প্রথীত যশাঃ পণ্ডিত এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও রয়েছেন।

পরিশেষে একথা বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে—সাধারণ মানুষ বা জ্ঞানী-গুণী যে-ই হোন এঁরা সবাই বিড়াল বিভ্রাটের শিকার, আর বিড়াল বিভ্রাটের শিকার হলে এমনটা-ই হয়ে থাকে এবং তা-ই স্বাভাবিক।

সুসভ্য, সুসংস্কৃত এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্ব-ব্যাপী খ্যাতি রয়েছে—এমন মানুষদিগের বিড়াল বিভ্রাট সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে আমরা যদি ওসব সুযোগ সুবিধা থেকে বিমুখ-বঞ্চিত বিশ্বের উপজাতীয় সম্প্রদায় গুলির প্রতি লক্ষ্য করি তা' হলেও সেই একই অবস্থা আমাদের চোখে পড়বে।

এ জন্যে দূর দূরান্তে না গিয়ে আমাদের নিজেদের দেশের বন-জঙ্গল এবং পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী গাড়ো, খাসীয়া, মগ, মোরং, চাকমা, লুসাই মারমা, সাঁওতাল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করাই যথেষ্ট হবে বলে' মনে করি।

কেননা, ওদের প্রতি লক্ষ্য করলেও আমরা দেখতে পাবো যে এখন থেকে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ওদের পূর্ব পুরুষগণ

www.pathagar.com

যে বিড়াল বিভ্রাটের সৃষ্টি করে গিয়েছেন বিশ্বের অন্যান্য সভ্য জাতিগুলির মতো ওরাও ধর্ম এবং পূর্ব পুরুষদিগের ঐতিহ্যের নামে আজও পরম শ্রদ্ধার সাথে সেই বিড়াল বিভ্রাটকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

বিস্তারীত আলোচনার সুযোগ না থাকায় এ সম্পর্কীয় কয়েকটিমাত্র উদাহরণকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

খাসীয়া সম্প্রদায়ঃ

মৃত্যুর পরেও মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভ্যাস, অনুরাগ প্রভৃতি পূর্বের মতই বহাল থাকে বলে খাসীরা সম্প্রদায়ের গভীর বিশ্বাস রয়েছে।

অতএব কোন মৃত ব্যক্তিকে যাতে মৃত্যুর পরে ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট পেতে না হয় সে জন্যে তারা মৃত ব্যক্তিদিগের সৎকারের সময়ে খাদ্য দ্রব্যাদি সহ নানাবিধ উপচার উৎসর্গ করে থাকেন। এই সব উপচারের মধ্যে "পান শুপারী" বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।

লাংদুহ বা খাসীয়া পুরোহিতগণ এই বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ উপচারটির উৎসর্গ কালে যে বিশেষ মন্ত্রটি পাঠ করেন তার খাসীয়া উচ্চারণ হ'ল—

"কুবলাই খী-লীত বাম কবাই স-ই ইং উম্বিল হো"।

অর্থাৎ—বিদায় বিদায়! চলে যাও এবং বিধাতার স্বর্গ রাজ্যে গিয়ে পান শুপারী খাও"।

উল্লেখ্য যে—পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মানব সম্প্রদায় গুলির মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আচার-আচরণ প্রভৃতির বেলায় প্রচণ্ড ধরণের গড়মিল এবং অনৈক্য বিদ্যমান

www.pathagar.com

থাকা স্বত্তেও বিড়াল-বিভ্রাট সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বেলায় বিশেষ কোন গড়মিল বা অনৈক্য দেখতে পাওয়া যায় না।

উদাহরণ স্বরুপ আমাদের দেশের খাসীয়া দিগের উপরোক্ত ধারণা বিশ্বাসের সাথে সুদূর আফ্রিকা দেশের বানতু সম্প্রদায়ের ধারনা বিশ্বাসকে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

এ জন্যে উৎসাহী পাঠক বর্গকে E. W. Smith এর 'The religion of Lower races as Illustrated by the African Bantu (1923) নামক পুস্তক খানা পাঠ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

উক্ত পুস্তক থেকে জানা যায়ঃ এ দেশের খাসীয়াদিগের মতো আফ্রিকার—বানতু সম্প্রদায়ের মানুষেরাও মৃত্যুর পরে মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি বহাল থাকার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করেন এবং মৃত ব্যক্তিকে চামড়া বা কম্বলে জড়িয়ে কবরস্থ-করার সময়ে অন্যান্য জিনিষ পত্রের সাথে দুধ, তামাক প্রভৃতি উৎসর্গ করে থাকেন।

শামান বা ধর্ম-যাজক এই উৎসর্গের জন্য যে মন্ত্রটি পাঠ করেন তার ইংরেজী উচ্চারণ হ'লঃ "Good-bye, Good-bye do not forget us : See, we have given you tobacco to smoke and food to eat ! A good journey to you ! Tell old frimds who died before you that you left us living well :

অর্থাৎঃ বিদায়, বিদায়! আমাদিগকে ভুলে যেওনা, লক্ষ্য কর—আমরা তোমার ধুম পানের জন্য তামাক এবং আহারের জন্য খাদ্য দিয়েছি। তোমার যাত্রা শুভ হোক। পুরাতন বন্ধু বান্ধব দিগের যারা তোমার পূর্বে মৃত্যু বরন করেছে তা'দিগকে বলো যে তুমি আমাদিগকে বেশ ভাল অবস্থায়ই ছেড়ে গিয়েছো।

বলা বাহুল্য এখানে পার্থক্য শুধু পান সুপারী এবং তামা-কের। আফ্রিকায় পান সুপারী সহজ-লভ্য হ'লে হয়তো বানতু

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের মানুষেরাও মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য পান শুপারীর ব্যবস্হাই করতেন। তবে এ থেকে সব দেশে বিড়াল বিভ্রাট সৃষ্টির মূলে যে একই চিন্তাধারা বা মন-মানসিকতা সক্রীয় ছিল সে কথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এ দেশের মোরং সম্প্রদায় ঃ

মোরং দিগের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে— কোন এক সময়ে সৃষ্টিকর্তা তুরাই সকল সম্প্রদায়ের মানুষ-দিগকে তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ করার আহবান জানিয়ে ছিলেন।

কোন বিশেষ কারণে মোরং-প্রতিনিধি সেখানে উপস্হিত হ'তে পেরেছিলেন না।

অগত্যা সৃষ্টি কর্তা তুরাই একটি গরুর মারফতে তাদের ধর্ম গ্রন্হ খানা পাঠানোর ব্যবস্হা করেন। উহা কলা পাতায় লিখিত ছিল। পথে উক্ত গরুটি ক্ষুধায় ভীষণ ভাবে কাতর হয়ে পড়ে এবং কলাপাতায় লিখিত ধর্ম গ্রন্হটি দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটায়, ফলে মোরং দিগকে ধর্ম গ্রন্হ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

মোরংগণ সৃষ্টিকর্তা তুরাইকে জিজ্ঞাসা করতঃ ঘটনাটি জানতে পারেন এবং গরুর বিরুদ্ধে তুরাই-এর নিকট বিচার-প্রার্থী হন।

ক্রুদ্ধ তুরাই মোরং দিগকে জুম ফসল তোলার সময়ে উৎস-বের আয়োজন করতে এবং সেই উৎসবে ধুম-ধামের সাথে গরু হত্যা করতে নির্দেশ দান করেন।

সেই থেকে অদ্যাপি মোরং সম্প্রদায়ের মানুষেরা নির্দিষ্ট দিনে একটি কম বয়সী ষাঁড় সংগ্রহ করতঃ যূপ-কাষ্ঠের সাথে বেঁধে রেখে নারী-পুরুষ মিলে মদ্য পান করে এবং প্রত্যেকে একটি করে চোখা বাঁশ হাতে নিয়ে সেই ষাঁড়টির চারিদিকে

www.pathagar.com

ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে এবং প্রত্যেকে উক্ত চোখা বাঁশ দিয়ে ষাঁড়টির দেহে আঘাত করতে থাকে।

এই ভাবে আঘাত খেয়ে ষাঁড়টি যখন মারা যায় তখন সবাই প্রথমে তার রক্ত চোঙায় ভরে চুষে খায় এবং পরে মাংসও সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। ষাঁড়ের জিহবাটিকে সবাই খুব পবিত্র মনে করে। কেননা জিহবা দিয়েই ধর্মগ্রন্থ খানা খাওয়া হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, তুরাই বা সৃষ্টি কর্তার নিকট থেকে ধর্ম গ্রন্থে কাপড় পরিধানের লিপিবদ্ধ কোন নির্দেশ না থাকায় মোরং মেয়েরা শাড়ী বা লজ্জা নিবারণের উপযুগী কোন কাপড় পরিধানের পরিবর্তে ওয়াংলাই পরিধান করে।

ওয়াংলাই নয় থেকে এগারো ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের টুকরা বিশেষ। তা দিয়ে বড় জোর লজ্জা স্হান টুকু ঢাকা চলে। উহা পরিধানের পরেও বাম পাশের কোমরের দিকে চার থেকে ছয় আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খালি রাখা হয়। তুরাই বা সৃষ্টি কর্তার নিকট থেকে কাপড় পরিধানের নির্দেশ না পাওয়াই এই খালি রাখার কারন। কোমরে কাটা সংযুক্ত করতঃ সুতার সাহায্যে ওয়াংলাই আটকিয়ে রাখতে হয়।

এ দেশের সাঁওতাল সম্প্রদায়ঃ

সাঁওতালদিগের যারা তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে রোগ-ব্যধির চিকিৎসা এবং দেও-ভূত তাড়ানোর কাজ করেন তা'দিগকে "ওঝা" বলা হয়।

সাঁওতালদের মতে এই ওঝা দিগের আদি পুরুষের নাম "কমরু"। কমরুর স্ত্রী ছিল এক ডাইনী। এই ডাইনী স্ত্রী ছাড়াও কমরুর সাথে তার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রও বাস করতো।

www.pathagar.com

বৃদ্ধ বয়সে কমরু এক বিষাক্ত সর্পের দ্বারা দংশিত হন। কমরু তার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে ঔষধের জন্য প্রেরণ করেন।

ঔষধ নিয়ে প্রত্যাবর্তন কালে কমরুর ডাইনী স্ত্রী বাঘের ছদ্মবেশে উহাদের উভয়কে ভয় দেখায়। ফলে উহারা ঔষধ ফেলে পালিয়ে যায়।

কমরু মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যু কালে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র-দ্বয়কে এই উপদেশ দিয়ে যান যে তারা যেন তার চিতা-ভস্মের উপরে জল ঢালতে থাকে। জল ঢালার পরে সেখানে দু'টুকরো তাজা মাংস দেখা যাবে; উহা ভক্ষণ করলে তারা তাদের কাকা অর্থাৎ কমরুর বিদ্যা আয়ত্ব করতে পারবে এবং পৃথিবীতে ওঝা হিসাবে প্রভূত সম্মানের অধিকারী হবে।

কাকার উপদেশ মতো কাজ করে তারা মাংস খন্ড দেখতে পেল কিন্তু খেতে সাহস না পেয়ে উহা নদীতে ফেলে দিল।

কমরুর ডাইনী স্ত্রী গোপনে সব কিছু জানতে পেরে উক্ত মাংস খন্ড খেয়ে ফেললো এবং কমরুর সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ব করে নিলো।

সেই থেকে উক্ত ডাইনী 'কমরু দেশ' নামক অঞ্চলে অবস্থান করছে এবং বিশ্বব্যাপী যাদু বিদ্যা চালিয়ে যাচ্ছে।(১)

০ পার্বত্য চট্টগ্রামের খুমী সম্প্রদায়ঃ

বিড়াল বিভ্রাটের বহুবিধ ঘটনার মধ্যে খুমী সম্প্রদায়ের লেংটি পরিধানের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

বলা আবশ্যক যে, খুমী সম্প্রদায় সকল সময়ে এমন কি উৎসব অনুষ্ঠানেও লেংটি পরিধান করে থাকে। তাদের এই লেংটি প্রীতির কারণ হল ঃ

(১) জনাব আবদুস সাত্তার লিখিত আরণ্য সংস্কৃতি দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আরাকানী ভাষায় 'খে' অর্থ কুকুর এবং 'মী' অর্থ জাতি। এই 'খেমী' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'খুমী'তে রূপ লাভ করেছে।

আরাকানীগণ খুমী দিগকে খেমী বা 'কুকুরের জাত' বলে অভিহিত করে। এর বিশেষ একটি কারণও রয়েছে। আর এই কারণ রয়েছে বলেই খুমীরা এই নাম প্রয়োগের জন্য বিরক্ত হয় না।

খুমীদের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টি কর্ত্তার কাহিনী থেকে জানতে পারা যায় যে, তাদের আদি মানব-মানবী কুকুরের সাহায্যে ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা পান। এমন কি কুকুরের সাহায্য না পেলে পৃথিবীতে খুমীদের অস্তিত্বই থাকতো না বলে তারা গভীর ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে।

বলা বাহুল্য এ কারণেই খুমীদের কাছে কুকুর এত প্রিয় এবং আদরনীয়। এই কুকুর-প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ তারা লেংটি পরিধান কালে তার কিছু অংশ কুকুরের লেজের অনুকৃতি হিসাবে নিজেদের পশ্চাৎ ভাগে ঝুলিয়ে রাখে।

লেংটি ছাড়া কুকুর-লেজের চিহ্ন ধারণ সম্ভব নয় বলে এই বিশ্বাস চালু থাকা পর্যন্ত খুমীদের পক্ষে লেংটি পরিহার ও বস্ত্র পরিধান যে সম্ভব হতে পারে না সে কথা সহজেই অনুমেয়।

বলা বাহুল্য বিড়াল বিভ্রাটের এমনি হাজার হাজার ঘটনা তুলে ধরা যেতে পারে। এখানে তার সুযোগ নেই। কেননা, এই কতিপয় উদাহরণ থেকেই বিড়াল বিভ্রাটের পরিচয়, গভীরতা, ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারনায় উপনীত হওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করি।

অতঃপর শুধু এটুকু বলেই এই নিবন্ধের ইতি টানছি যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাস থেকেই যে বিড়াল বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে সে কথাটি আমাদিগকে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

একবার এই বিভ্রাটে পড়লে তা'যে মানুষের মন-মস্তিষ্ক এবং বিবেক-বুদ্ধিকে ভীষণ ভাবে আড়ষ্ট আচ্ছন্ন তথা পক্ষাঘাত গ্রস্থ করে তোলে এবং বংশানু ক্রমিক ভাবে এই অবস্থা চলতে থাকে সে কথাটিকেও আমাদের ভুলে যাওয়া চলবেনা।

শুধু অজ্ঞ-অশিক্ষিত বা পাহাড় জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষেরাই নয় আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় সর্ব শ্রেষ্ট বলে পরিচিত মানুষেরাও যে এই বিভ্রাটের করুণ শিকারে পরিণত হয় সে কথাটিকেও আমাদের স্মৃতির পাতায় জাগরুক করে রাখতে হবে।

বিড়াল বিভ্রাট যে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি এমন কি গোটা মানবতার উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এক প্রচন্ড বাধা এবং দুরপণেয় অভিশাপ সব শেষে এ কথাটিকেও আমাদের মনের পাতায় গভীর ভাবে ধরে রাখতে হবে।

তবে অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে শুধু ক্ষয়-ক্ষতি এবং অভিশাপের কথাই তো বলা হ'ল—তা থেকে মুক্তি লাভের কোন উপায় আছে কিনা এবং থেকে থাকলে সে উপায়টি কি সে কথা তো বলা হ'ল না ?

পরবর্তী নিবন্ধে অতি সংক্ষেপে এই প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া হবে বলে সে সম্পর্কে এখানে আর কিছু বলা হল না।

উপসংহার ঃ

পূর্ব নিবন্ধে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তার উত্তরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আমি বলতে চাই যে, শুধু বিড়াল বিভ্রাটই নয়—বিশ্বের যাবতীয় বিভ্রাট-বিভ্রান্তি, অজ্ঞতা-কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে মুক্তি লাভের নির্ভুল ও নির্ভর-যোগ্য একটি মাত্র উপায়ই রয়েছে ; আর তা' হ'ল—জীবনের সকল স্তরে, সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এবং সকল মননে ইসলামী জীবন-বিধান তথা আল-কোরআনের নির্দেশকে যথাযথ ভাবে মেনে চলা।

www.pathagar.com

কেননা, একমাত্র আল-কোরআনেই বিশ্বের যাবতীয় বিভ্রাট-বিভ্রান্তি ও যাবতীয় সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট, বিশ্বাস-যোগ্য এবং সুপরিক্ষিত পথ-নির্দেশ রয়েছে। ইসলামের সাথে পরিচয় রয়েছে এমন ব্যক্তিমাত্রই যে একথা জানেন এবং আমার সাথে ঐক্য মত পোষণ করেন আমি দৃঢ় ভাবে সে কথা বিশ্বাস করি।

তবে অতীব দুঃখ এবং বেদনার সাথে এখানে বলতে হচ্ছে যে, আল-কোরআনকে যথাযথ ভাবে মেনে চলার কাজটি শুধু কঠিনই নয় ভীষণ ভাবে বিপদ-জনকও হয়ে পড়েছে।

কারন, আল-কোরআনের ধারক এবং বাহক বলে পরিচিত সমাজটি যাদের উপরে আল-কোরআনের সাহায্যে বিড়াল বিভ্রাট সহ বিশ্বের যাবতীয় বিভ্রাট ও বিভ্রান্তি থেকে অন্য সমাজ গুলিকে মুক্ত করতঃ আদর্শ সমাজে পরিণত করার দায়ীত্ব অর্পিত রয়েছে আজ তাদের প্রায় ষোল আনাই শুধু বিড়াল বিভ্রাটই নয়—অসংখ্য অগণিত বিভ্রাটের সৃষ্টি করত ঃ নিজেদের সব কিছুকে বিভ্রাটময় করে তুলেছে।

শুধু তা-ই নয়—এই বিভ্রাট-মুক্তির জন্য তারা আল-কোরআনকে ছেড়ে গোটা বিশ্বের অন্যান্য বিভ্রাট সহ বিড়াল বিভ্রাটকেও সাদরে গ্রহণ করে চলেছে।

আজ অবস্থা এমন পর্যায়েই উপনীত হয়েছে যে তাদের এই অধঃপতন সম্পর্কে টু-শব্দটি করা হলেও তারা ক্ষিপ্ত ভিম-রুলের মতো চার দিক থেকে ছুটে এসে টু শব্দকারীকে ঠাট্টা, বিদ্রুপ, লাঞ্ছনা, অপমানের হুল তো বটেই এমন কি প্রাণঘাতি হুল বসাতেও দ্বিধা করছেনা। বরং সেটাকেই ধর্ম ও ইজ্জত রক্ষার মোক্ষম উপায় বলে মনে করছে।

অবস্থা যা-ই হোক প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হলেও প্রাজ্ঞ ও ইসলাম দরদী ব্যক্তি দিগের প্রাণের দরদ ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে অবিলম্বে এ কাজে এগিয়ে আসা প্রয়োজন, অন্যথায় অবস্থা

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। তখন শত চেষ্টা করেও সর্বনাশকে ঠেকানো সম্ভব হবে না।

পূর্বেই বলেছি—এনিয়ে বিস্তারীত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই,—অথচ মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে একেবারে কিছু না বলেও পারা যাচ্ছে না। অগত্যা সুধী পাঠকবর্গের পক্ষে অবস্হার শোচনীয়তা নিরূপণে সহায়ক হবে বিবেচনায় মাত্র কতিপয় উদাহরণকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

তবে প্রথমেই পটভূমিকা স্বরুপ বলা প্রয়োজন যে—ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ শুধু সৃষ্টির সেরা জীবই নয়—আল্লাহর প্রতিনিধিও।

বিশ্বের সেরা জীব এবং অসীম অনন্ত আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে সেরা দায়ীত্বও যে তার উপরে অর্পিত হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রতিটি মানুষকে তার এই দায়ীত্ব সম্পর্কে সর্বক্ষণ পূর্ণ ভাবে সচেতন ও সক্রীয় থাকতে হবে এটাই ইসলামের নির্দেশ।

আর এই দায়িত্বের ত্রুটি, অপলাপ বা অপচয় করার সামান্যতম সুযোগ বা অবকাশও যে নেই আল্লাহর সর্বজ্ঞতা, সর্বদর্শীতা ও সর্বময়তার ঘোষণা দ্বারা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে কথাও বলে দেয়া হয়েছে।

যে মানুষ বা যে জাতি কোন ভাবে তার এই দায়ীত্ববোধকে বিসর্জন দেয় সে-যে শুধু তার নিজের, সমাজের এবং গোটা মানব জাতির সর্বনাশেরই কারণ ঘটায় না নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করার অধিকারও যে তার থাকেনা ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় সে কথাও বলে দিয়েছে।

মানুষের কর্মফলের কথা বলতে গিয়ে তার অনুষ্ঠিত বিন্দু পরিমান ভাল এবং বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজকেও যে উপেক্ষা

www.pathagar.com

করা হবে না এবং মানুষকে যে তার স্বহস্তের উপার্জন (ভাল বা মন্দ যা-ই হোক) কেই অনিবার্যরূপে ভোগ করতে হবে সে কথাও ইসলাম সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছে।

এমতাবস্থায় কোন মুসলমানের পক্ষে দায়ীত্ব-বোধ-হীন হওয়া, দায়ীত্ব পালনে অনিচ্ছা-উদাসীনতা প্রদর্শন, দায়ীত্বের অপলাপ সাধন প্রভৃতি কি করে সম্ভব হতে পারে?

অতীব দুঃখের বিষয়—সম্ভব হতে না পারলেও সম্ভব হয়েছে এবং হয়ে চলেছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল—ইসলামে ইহার সামান্যতম সুযোগ না থাকা স্বত্বেও মুসলমানদিগের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হল?

এ প্রশ্নের উত্তর এটা-ই হতে পারে যে—ইসলামের শিক্ষা থেকে সরে যাওয়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

এ কথাটিকে আরো সহজ করে বলা যেতে পারে যে—ইসলাম সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা, উদাসীনতা, অনুশীলনের প্রচণ্ড অভাব প্রভৃতি কারনে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ করতঃ ইসলাম বহির্ভূত ধারনা-বিশ্বাস সমূহ দ্রুততার সাথে ছুটে এসে সেই শূণ্যস্থান পূরণ করেছে এবং করে চলেছে।

ইতিপূর্বে যে কতিপয় উদাহরন তুলে ধরার কথা বলা হয়েছে অতঃপর উহা তুলে ধরা হলেই উপরের এই কথাগুলি যে সত্য সে কথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে।

প্রথমেই শ্রী মদ্ভাগবদগীতার একটি শ্লোক এবং তার হুবহু বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং
হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি
যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

www.pathagar.com

অনুবাদ—হে অর্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক (সূত্র ধারের ন্যায়) পুত্তলীবৎ তাহাদিগকে স্বীয় কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঘূর্ণিত করাইতেছেন।

—শ্রী মদ্ভাগবদগীতা, ৮ম অঃ
৬১ শ্লোক, ৩৬৯ পৃঃ

এতদ্বারা হিন্দু সমাজকে সুস্পষ্ট রূপে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে—মানুষ পুতুল-সদৃশ। খেলোয়ারগণ যেমন ভাবে সুতার সাহায্যে পুতুলদিগকে পরিচালনা করে ঈশ্বরও তেমনি মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত থেকে তা-দিগকে পরিচালিত করছেন।

অতএব চুরি, ডাকাতি, অত্যাচার, ব্যভিচার-প্রভৃতি জঘন্য ও মানবতা বিরোধী কাজগুলিও যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং পরিচালনায়ই সংঘটিত হয়ে চলেছে—এখানে মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কর্ম্মশক্তি, দায়ীত্ব-বোধ, প্রভৃতির যে কোন মূল্যই নেই সে কথা সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য, ইসলাম ইহা সমর্থন করে না—করতে পারে না। এখানে ইসলামের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ'ল—মানুষকে সীমীত হলেও জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতি এবং ইচ্ছা ও কর্মশক্তির অধিকারী করা হয়েছে।

আর দায়ীত্ব-কর্তব্য ও পাপ-পুণ্যের রূপ-রেখা সহ সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ হিসাবে দেয়া হয়েছে—আল কোরআন।

সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট করে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে রোজ হাশরে তার ছোট বড় প্রতিটি কাজের জন্যে তাকে বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে—প্রতিফলও অনিবার্য রূপে ভোগ করতে হবে।

এই কথার উপরে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত কেউ যে মুসলমান বলে গণ্যই হতে পারেনা ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যক্তিরাও সে কথা জানেন।

www.pathagar.com

অথচ মুসলমানদিগের অনেকেরই অন্তর থেকে পবিত্র কোরআনের এই মহান শিক্ষা দূরীভূত হয়ে সেখানে গীতায় বর্ণিত উপরোক্ত শ্লোকটির শিক্ষা কঠিন ভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং সকলকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করার জোর প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অতি নগণ্য সংখ্যক সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে মুসলমান সমাজও আজ রায় বাবুদের মতো গুরু ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে শুরু করেছে।

তাঁরা অবশ্য রায় বাবুদের মতো প্রকাশ্যে গুরুদেবকে—"সাক্ষাৎ ভগবান" "ভগবান সদৃশ" প্রভৃতি বলেন না অথচ খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে যে ধারণা বিশ্বাস এবং কাজের বেলায় তাঁরা সাফল্যের সাথে রায়বাবুদিগকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

তাঁরা মুখে মুখে এবং সু-উচ্চ কণ্ঠে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান, সর্বপ্রদাতা, বাঞ্ছা পূরণকারী, বিপদে-আপদে রক্ষাকর্তা প্রভৃতি বলেন, নিজদিগকে উচ্চস্তরের তৌহিদবাদী বলে দাবীও তাঁরা করে থাকেন আবার কাজের বেলায় অসংখ্য অগণিত দরগাহ্ সৃষ্টি করতঃ ও সব কিছুর জন্য সেখানে ধর্ণা দেন, মানত করেন, এবং নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন।

প্রায়ই দেখা যায় যে যান-বাহনে দরগাহ্ অতিক্রম কালে অনেকেই দরগাহ্তে বিদ্যমান (!) আল্লাহর অলীর সম্মানার্থে মুহূর্তের জন্য হলেও যান-বাহনটির গতি বোধ করেন। এই গতি-রোধের কারণ—দুর্ঘটনা থেকে অব্যাহতি লাভ।

কেননা, এই সব যান-বাহনারোহীরা বিশ্বাস করেন যে এ ভাবে যান-বাহন থামিয়ে সংশ্লিষ্ট অলীকে যদি সম্মান দেখানো না হয় তবে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন এবং প্রতিশোধ গ্রহনের জন্যে দুর্ঘটনায় ফেলবেন।

www.pathagar.com

অথচ বিড়াল বিভ্রাটে পতীত এসব ব্যক্তিরা একবার ভেবেও দেখেন না যে—দরগাহ্‌তে বিদ্যমান (!) ব্যক্তি যদি প্রকৃত অলী হ'ন তবে নিশ্চিত রূপেই তিনি জীবদ্দশায় সর্বতো-ভাবে মানুষের সেবা ও কল্যান কামনা করে গিয়েছেন। অতি জঘন্য ভাবে অত্যাচারিত হয়েও প্রতিশোধ গ্রহণ বা কারো সামান্যতম অন্যায় হতে পারে এমন কাজ কোন দিনই তিনি করেন নি। কেননা আল্লাহর অলী হ'তে হলে এসব গুণ অপরিহার্য।

এখন প্রশ্ন হ'ল—যিনি সারা জীবন জঘন্য ভাবে অত্যাচারীত হয়েও কারো সামান্যতম ক্ষতি বা কোন রূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না মৃত্যুর পরে তিনি যান-বাহন উলটিয়ে মানুষ মারবেন —সম্পদের ক্ষতি ঘটাবেন এটা কি করে সম্ভব এবং বিশ্বাস-যোগ্য হ'তে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল—যারা রায় বাবুদের মতো বিড়াল বিভ্রাটে পতীত হয়—তাদের কাছে সবই সম্ভব এবং সবই বিশ্বাস যোগ্য। কারণ বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা—প্রভৃতি বলতে তাঁদের কিছু থাকেনা, আর যাঁদের তা থাকে তাঁরা বিড়াল বিভ্রাটে পড়েন না।

ইসলামের দৃষ্টিতে গাঁজা-ভাং সেবন, মদ্য-পান, উলঙ্গপনা, নামাজ রোজা না করা প্রভৃতি অত্যন্ত জঘন্য ধরনের পাপ এবং ইসলাম বিরোধী কাজ।

অথচ প্রসিদ্ধ মাজার, আস্তানা, আখড়া প্রভৃতিতে মস্তান, দরবেশ, মজ্‌জুব, কুতুব প্রভৃতির পরিচয়ে হাজার হাজার নরনারী মদ্যপাণ, গাঁজা ভাং সেবন, উলঙ্গপনা ও বেহায়ামীর তাণ্ডবতা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নামাজী-বেনামাজী প্রভৃতি নির্বিশেষে বিড়াল বিভ্রাট-গ্রস্হ লক্ষ লক্ষ সুসলমান নাম ধারী নর-নারী এই হারামখোর, বেশরা, কর্ম-

www.pathagar.com

বিমুখ, কপট ও প্রবঞ্চক দিগকে আল্লাহর অলী, অলৌকিক শক্তির অধিকারী, মুশকিল কোশা, অসাধ্যসাধনকারী, সিদ্ধ-পুরুষ প্রভৃতি বলে বিশ্বাস করতঃ তাদের কাছে ছুটে গিয়ে অতেল অর্থ এবং অমূল্য ঈমানের সর্বনাশ সাধন করে চলেছে। এদিক দিয়ে রায়বাবু দিগের তুলনায় মুসলমানগণ যে প্রভূত পরিমানে গতিশীল এবং করিৎ কর্মা সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

খৃষ্টানগণ যীশুখৃষ্টকে ত্রাণকর্তা এবং অন্যতম ঈশ্বর বলে বিশ্বাস পোষণ করেন। মুসলমানদিগের দৃষ্টিতে এটা অতি জঘন্য ধরনের পাপ; সে জন্য তাঁরা কঠোর ভাষায় খৃষ্টান-দিগের নিন্দাও করে থাকেন।

অথচ আজকাল বক্তৃতা-বিবৃতি, মিলাদ ও সিরাত মাহফিল প্রভৃতিতে সেই মুসলমান দিগকেই ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে বলতে শুনা যায় যে—বিশ্ব নবী (দঃ) মানুষের ত্রাণকর্তা এবং দো-জাঁহানের বাদশাহ্।

অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্ব নবী (দঃ)-এর আবির্ভাবই ঘটেছিল খৃষ্টানদিগের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ এবং মানুষের বাদশাহী চুরমার করতঃ সর্বত্র আল্লাহর বাদশাহী প্রতিষ্ঠায় উদ্দেশ্যে।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সমূহ অজ্ঞতা, অতিভক্তি, অন্ধ-ভক্তি প্রভৃতির কারণে তাঁদের নিজ নিজ জাতীয় বীর এবং মহা পুরুষ দিগকে ক্রমে ক্রমে অতি-মানব, মহা-মানব, দেবতা, অবতার প্রভৃতি বানিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের ধরা ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে ঈশ্বর তথা উপাস্যের আসনে বসিয়েছে।

এ জন্য মুসলমানেরা তা'দিগকে মোশরেক, কাফের, নর-পূজক, অগ্নি-পূজক প্রভৃতি বলে নিন্দা করে থাকেন।

www.pathagar.com

অথচ তারা নিজেরা অনেকেই যে নিজ নিজ অলী এবং জাতীয় বীর গণকেও ঠিক একই ভাবে আল্লাহর আসনে বসিয়েছেন সে কথাটা একবারও তারা ভেবে দেখেন না। বলা বাহুল্য বিড়াল বিভ্রাট-গ্রস্থ মানুষ দিগের পক্ষে এটা-ই স্বাভাবিক। এ ছাড়া অন্য কিছু তাদের কাছে আশাই করা যেতে পারেনা।

যাদের নবী (দঃ) রক্ত, বর্ণ, গোত্র, কৃত্রিম জাতীয়তা প্রভৃতির দাবীকে পদতলে নিষ্পিষ্ট ও নির্মূল করতঃ এক মহান বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে গেলেন—সেই নবী-দরদী হওয়ার সরব ও গর্বোস্ফীত দাবীদারেরা আজ আবার নূতন করে রক্ত, বর্ণ, গোত্র, বংশ প্রভৃতির দাবী সহ মানুষে মানুষে বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টিকারী নানা দাবীর উদ্ভব ঘটিয়ে পরস্পর বিবদমান ও শত্রু ভাবাপন্ন অসংখ্য দল উপদলে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

পারস্পারিক দ্বন্দ্ব কলহে আজ এমন ভাবেই তাঁরা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছেন যে শত্রু পক্ষের পুণঃ পুণঃ কষাঘাত এমন কি প্রচণ্ড লাথি খেয়েও তাঁদের সম্বিৎ ফিরে আসছেনা। কবে যে আসবে একমাত্র ভবিতব্যই সে কথা বলতে পারে।

দেশ, ভাষা, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, কৌলীন্য, পণ-প্রথা, ভিন্ন ভিন্ন তরিকা, ভিন্ন ভিন্ন মজহাব, অসংখ্য অগণিত মাজার, দরগাহ, খানকা; ভিন্ন ভিন্ন ইজম, পরস্পর বিপদমান হাজার হাজার ভণ্ড হুজুর কেবলা, অর্থ, বিত্ত, সম্মান, প্রাধান্য, প্রতিপত্তি প্রভৃতি অসংখ্য অগণিত বিভ্রাটের বিড়ালকে তৌহিদের একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার দাবীদার মুসলমানগণ তাদের মনরূপী পলোর মাঝে-সহায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন।

আ'জ একদিকে খোদা ও খোদায়ী দ্বীনের চরম শত্রুদিগের সাথে সহ-অবস্থান এবং মিতালীর ঢল বহানোর জন্য মুসলমানগণ পরস্পর তীব্র প্রতিযোগীতায় মেতে উঠেছেন আবার অন্য

www.pathagar.com

দিকে গোলটুপি-লম্বাটুপি, খাটোচুল-লম্বাচুল, দাড়ি-অ-দাড়ি; দা'ল্লিন-জ্বাল্লিন, জলী জেক্‌র-খফী-জেক্‌র, মজহাব-লা-মজহাব, বুকের উপরে হাত বাঁধা—নাভির নীচে হাত বাঁধা, মিলাদ পড়া-না পড়া, ক্বিয়াম করা—নাকরা, লম্বা জামা-খাটো জামা, পির ধরা-না ধরা প্রভৃতি অতীব তুচ্ছ বিষয় গুলিকে বিভ্রাটের বিড়াল বানিয়ে এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রাণ-ঘাতি শত্রুতে পরিণত করার এক তীব্র ও তুমুল প্রতিযোগীতায় মেতে উঠেছেন। শুধু তা-ই নয়—সেটাকে ধার্মিকতার পরাকাষ্ঠা এবং জান্নাত লাভের একমাত্র উপায় হিসাবেও প্রবল ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন।

শের্‌ক, বেদআত এবং যাবতীয় পাপের অবসান ঘটানো এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত শাহ জালাল (রঃ) হযরত শাহ সোলতান (রঃ) হযরত খাজা মইনউদ্দিন চিশতী (রঃ) প্রমুখ অলী দরবেশগণ যাঁরা নিজেদের স্বদেশ স্বজন প্রভৃতি ছেড়ে এদেশে এসে আমৃত্যু সংগ্রাম ও সাধনা করে গিয়েছেন অতীব দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে বলতে হচ্ছে যে তাঁদেরই বংশধর এবং ভক্ত-অনুরক্তেরা আজ ঐ সব অলী দরবেশের মাজার সমুহকেই শেরক্‌, বেদআত এবং পাপ-কলুষের আস্তা-নায় পরিণত করেছে।

বলাবাহুল্য এমনি ধরনের হাজার হাজার উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়—এবং তার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না।

জানি, এসব বলার জন্য অনেকেই আমার উপরে ভীষণ ভাবে রুষ্ট হবেন। লাঞ্ছনা অপমানের শিকার হওয়ারও আশংকা রয়েছে। কিন্তু এসব না বলে উপায় ছিল না।

কারন যে ইসলামের জন্য নিজের পিতা, মাতা, সহায়-সম্পদ প্রভৃতি সব কিছু আমাকে ছাড়তে হয়েছে কেউ সেই ইসলামের মস্তক চর্বন এবং ইসলামের নামে যা ইচ্ছা-তা-ই করে যাবেন এটা মুখ বুজে সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—সঙ্গতও নয়।

www.pathagar.com

অতঃপর শুধু বুক ফাঁটা বেদনার সাথে একথাটুকু বলেই ইতি টানছি যে—বিড়াল বিভ্রাট সহ বিশ্বের যাবতীয় বিভ্রাট থেকে বিশ্ববাসীকে মুক্ত, প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তোলার মহান দায়ীত্ব যাঁদের উপরে অর্পিত হয়েছিল তাঁরাই আজ সীমাহীন বিভ্রাটের করুণ ও অসহায় শিকারে পরিণত হয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছেন।

তাই গোটা বিশ্ব আজ বিভ্রাটময়, দিশাহারা এবং পর্যুদস্ত; মুক্তির অন্বেষায় গোটা বিশ্ব আজ উদ্বেল, অশান্ত ও পাগল পারা হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—কে তা'দিগকে পথ দেখাবে?

এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই রয়েছে। আর তা হ'ল—বিশ্বের সকল বিভ্রাট ও সকল সমস্যা সমাধানের নির্ভুল ও নির্ভর-যোগ্য পথ-নির্দেশ বুকে নিয়ে আজও মহিমা-মণ্ডিত আল-কোরআন সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং তাকে গ্রহন করার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র প্রভৃতি নির্বিশেষে গোটা বিশ্ব-বাসীকে উদাত্ব আহবান জানাচ্ছে।

বিশ্বের কল্যাণকামী ও নেতৃত্ব দানে সক্ষম যে কোন ব্যক্তি, যে কোন সমাজ, যে কোন জাতি এগিয়ে এসে আল-কোর-আনকে সর্বতোভাবে আঁকড়ে ধরুন—বিশ্বব্যাপী তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করুন। বলাবাহুল্য বিভ্রাট নির-সন ও নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার এ ছাড়া বিকল্প আর কোন পথই নেই।

পরিশেষে বিশ্বপ্রভুর মহান দরবারে আকুল ভাবে প্রার্থনা জানাই—

হে প্রভু ও পরিচালক! আল-কোরআনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে বিভ্রাট-মুক্ত, প্রাণবন্ত ও শান্তিময় করে গড়ে'তোলার তওফিক তুমি আমাদিগকে দান কর।
—আমিন।।

www.pathagar.com

একটি বিশেষ নিবেদন ঃ

উল্লেখ্য যে—"ইসলাম প্রচার সমিতি" এই পুস্তিকাটির প্রকাশনা এবং পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অতএব সুধী পাঠকবর্গ সমীপে এই সমিতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি।

সাধারণ ভাবে সকল মানুষ এবং বিশেষ ভাবে অমুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের কাছে ইসলামের মহান শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে স্বার্থক ভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৬৮ সালে এই সমিতির গোড়া পত্তন হয়।

পুস্তক পুস্তিকার প্রকাশনা, জন-সভার অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এই সমিতি সাধ্যানুযায়ী উল্লিখিত দায়ীত্ব সমূহ পালন করে চলেছে।

ঢাকা, কলাবাগানের মিরপুর সড়কের ১২৯ নং দ্বিতল বাড়ীটিতে এই সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। উহার "নিউ কনভার্টস্ হোম"-এ বর্তমানে ত্রিশ জন নওমুসলিম বিনা মূল্যে আহার, বাসস্থান এবং যোগ্যতানুযায়ী স্কুল, কলেজ, বিশ্ব বিদ্যালয়, মাদ্রাসা বা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষা এবং চরিত্র গঠণের ব্যবস্থাও রয়েছে।

অধুনা এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে "ইপ্রস কামার্শিয়াল কলেজ" নামে টাইপ, শর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। যেখানে যোগ্যতানুযায়ী নও মুসলিমগণ এবং স্থানীয় যুবকবৃন্দ টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির ২৩টি শাখা কার্যালয় স্থাপন সম্ভব হয়েছে। উহাদের অধি-

www.pathagar.com

কাংশ গুলিতেই পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় (হোমিও) এবং কোন কোনটিতে কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের হীম ছড়িতে ১০০ একর জমি বন্দোবস্তি নিয়ে "আজিজ নগর প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে হাত দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নওমুসলিম দিগের প্রশিক্ষণ ও পুণর্বাসনের ব্যবস্হাও চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, বাংলাদেশ ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতি এবং ইসলাম প্রচার সমিতি সম্মিলিত ভাবে "জনকল্যাণ কেন্দ্র" নামে একটি সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করতঃ উহার মাধ্যমে টঙ্গী দত্ত পাড়া এবং ডেমড়ার ছন পাড়াস্হ বাস্তুহারা কলোনীতে স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, ডাক্তারখানা, নৈশ বিদ্যালয় ও কতিপয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

বলাবাহুল্য সভ্যদিগের প্রদত্ত মাসিক চাঁদা, এবং মুসলিম জন সাধারনের জাকাত, ফেতরা, কোরবানীর চামড়া, এককালীন দান প্রভৃতি ছাড়া এই সমিতির আয়ের অন্য কোন উৎস নাই।

স্বচক্ষে এই সব প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শন করতঃ আমাদিগকে উৎসাহ এবং মূল্যবান পরামর্শ দানের জন্য সকলের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এখানেই এই নিবেদনের ইতি টানছি।

বিনয়াবনত—

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

চেয়ারম্যান

www.pathagar.com